শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার
করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিষ্কার
করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে
শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা
টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

৬ষ্ঠ-ইসলাম Front Inner

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ

অধ্যাপক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

ড. আমির হোসেন

ড. মোঃ আবু হানিফ

ড. মোহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ

ইফফাত নাওমী

মুহাম্মদ আবুল মনসুর

ড. মোঃ ইকবাল হায়দার

উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

নূর-ই-ইলাহী

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

মো: আ: হান্নান বিশ্বাস

নামাঙ্কন

মো. রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইসলাম শিক্ষা

শিক্ষক সহায়িকা

সূচিপত্র

শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে কিছু কথা	১
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন নিয়ে কিছু কথা	২
শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা	৩
সেশন	৪
যোগ্যতা-১, অভিজ্ঞতা-১	৫
যোগ্যতা-২, অভিজ্ঞতা-১	২৩
যোগ্যতা-৩, অভিজ্ঞতা-১	৩০
যোগ্যতা-৩, অভিজ্ঞতা-২	৩৬
যোগ্যতা-৩, অভিজ্ঞতা-৩	৩৯

শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে কিছু কথা

প্রিয় শিক্ষক,

৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকায় আপনাকে স্বাগত।

পূর্ববর্তী শিক্ষক সহায়িকাগুলো থেকে এটি বেশ আলাদা। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কিভাবে পাঠদান করা যায় তা আপনি এই শিক্ষক সহায়িকাটি ব্যবহার করে জানতে পারবেন। এই সহায়িকাটি সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। এটি পড়ে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন কিভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানে প্রয়োজনীয় উদাহরণ, নমুনা পদ্ধতি এবং নমুনা প্রশ্ন এমনভাবে দেয়া আছে যা আপনাকে পাঠদানে সহায়তা করবে।

মনে রাখবেন, আপনার দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের থেকে তাদের সর্বোচ্চটা আদায় করে নেয়া এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের সবধরনের সহায়তা প্রদান করা। এই সহায়িকাটি আপনাকে সেই কাজে সহায়তা করবে। এই সহায়িকাটি ব্যবহার করে আপনি শিক্ষার্থীদের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি তাদের আচরণের পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করবেন। কারণ ইসলামকে অন্তরে ধারণের পাশাপাশি সঠিকভাবে অনুসরণ করে আচরণে পরিবর্তন আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে যদি আপনি এই সহায়িকাটি পড়ে নেন তবে তা আপনার শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করবে। এখানে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো সরাসরি অনুসরণের পাশাপাশি আপনি নিজের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে আরো নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কলাকৌশলের সংমিশ্রণ আপনার শ্রেণি কার্যক্রমকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

আশা করি, এই শিক্ষক সহায়িকাটি ৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানে আপনাকে সার্বিক সহায়তা করবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন নিয়ে কিছু কথা

শুরুতেই আসুন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতিটি সম্পর্কে জেনে নিই।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বলতে এমন শিখন কার্যক্রমকে বোঝায় যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে সঠিক জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে মূলত চারটি ধাপে শিখন অভিজ্ঞতাটি অর্জিত হয়। এই ধাপগুলো সহ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল–

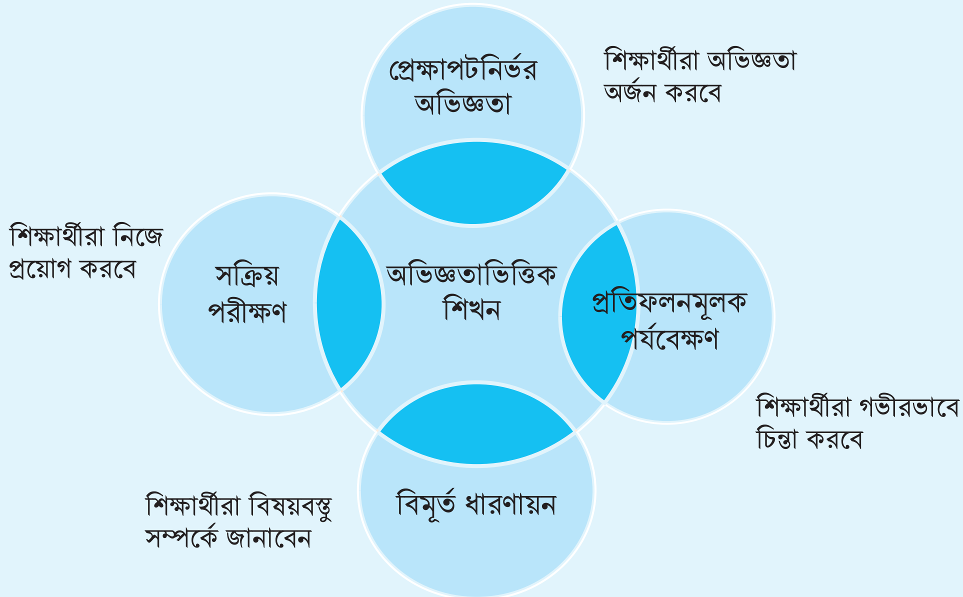

ধাপে ধাপে কিভাবে এই কাজগুলো হবে তা এই সহায়িকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাই কেবল এই সহায়িকাটি অনুসরণ করে কাজ করে গেলেই আপনি শিক্ষার্থীদের চমৎকার কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে কিছু কাজ করে কয়েকটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন যোগ্যতা রয়েছে ৩টি। সেগুলো হল-

যোগ্যতা ১: ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।

যোগ্যতা ২: ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ ও নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

যোগ্যতা ৩: ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

লক্ষ করুন, ৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার এ যোগ্যতা ৩টি পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রমের শিখনফলগুলো থেকে আলাদা। আর এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের পদ্ধতিও তাই আলাদা। এই যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষক হিসেবে আপনি হবেন তাদের সহায়তাকারী। শিক্ষার্থীরা কিভাবে ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে তাদের সহায়তা করবেন সেটিই মূলত ব্যাখ্যা করা রয়েছে এই সহায়িকাটিতে।

৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার এই ৩টি যোগ্যতা এই শিক্ষক সহায়িকাটিতে ৫টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। তবে সময়ের সাথে সাথে আপনি নিজেও চাইলে এই সহায়িকাটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারবেন।

সেশন

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে প্রচলিত ক্লাস বা শ্রেণিকক্ষের ধারণা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এই শিক্ষক সহায়িকাটিতে এক একটি ক্লাস বোঝাতে 'সেশন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রতিটি সেশনের জন্য ৫০মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত সময়কে এক একটি সেশনে ভাগ করলে মোট সেশন সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬টি। এই ৫৬টি সেশনের অভিজ্ঞতাগুলোকে ভাগ করা হয়েছে।

এই ৫৬টি সেশনে ভাগ করে ৩টি যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৫টি অভিজ্ঞতাকে কিভাবে বন্টন করা হয়েছে তা এবার এক নজরে দেখে নেয়া যাক।

যোগ্যতা নং	অভিজ্ঞতা সংখ্যা	অভিজ্ঞতা নং	প্রতি অভিজ্ঞতায় সেশন সংখ্যা
১	১	১.১	১৫
২	১	২.১	১৩
৩	৩	৩.১	৯
		৩.২	৮
		৩.৩	১১
মোট	৫	-	৫৬

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
১	১	১৫

যোগ্যতাটি হল-

ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।

একটি মাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই প্রথম যোগ্যতাটি অর্জন করবে। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল-

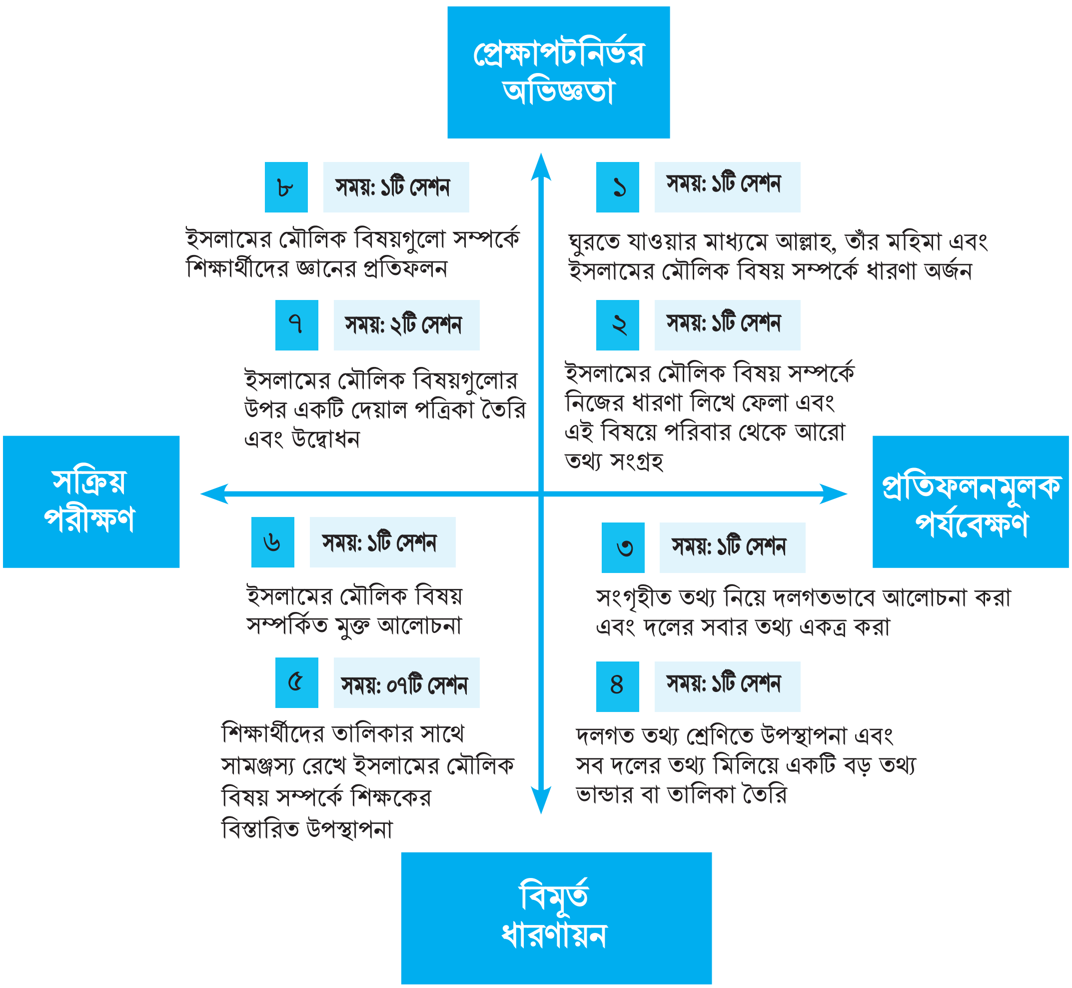

প্রথম ধাপ- বাস্তব অভিজ্ঞতা:

১। ঘুরতে যাওয়া

সময়: ১ টি সেশন

শিক্ষার্থীদের আল্লাহর সৃষ্টির কাছাকাছি নিয়ে যেতে শিক্ষক ভ্রমণের আয়োজন করবেন। সুযোগ-সুবিধা ভেদে ভ্রমণের স্থানটি হতে পারে কোনো উদ্যান, কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এলাকা, বিদ্যালয় সংলগ্ন কোনো মাঠ, বিদ্যালয় আঙিনা বা শ্রেণিকক্ষের পাশের করিডোর যেখান থেকে আকাশ, প্রকৃতি ইত্যাদি সহজেই দেখা যায়। (কোনোভাবেই ভ্রমণ সম্ভব না হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের জানালা দিয়ে আকাশ, প্রকৃতি ইত্যাদি দেখাবেন।) এসময় শিক্ষক আল্লাহ এবং ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান এবং পরিবার থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নের অবতারণা করে তাদের আল্লাহর মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করতে সহায়তা করবেন।

এক্ষেত্রে কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন হল:

- তোমাদের আশেপাশে কি কি সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছো?
- আশেপাশে যা দেখতে পাচ্ছো সেগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে?
- আকাশ, পৃথিবী, মাটি, পানি এসব কিছু কে তৈরি (সৃষ্টি) করেছে বলে তোমাদের মনে হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় - ভ্রমণ এবং পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শ্রেণিতে কোনো দৃষ্টি/শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে তাকে অন্য কোনো একজন শিক্ষার্থীর সাথে জোড়ায় কাজ করতে দিতে হবে। এ ধরনের শিক্ষার্থী যাতে কোনোভাবেই নিজেকে অপারগ মনে না করে সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। দৃষ্টি/শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অন্য যে শিক্ষার্থীর সাথে জোড়ায় কাজ করবে সেই শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সে কিভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে পারে। যেমন- আশেপাশে যা দেখা যাচ্ছে তা বর্ণনা করা, অন্যরা কি কাজ করছে তা বর্ণনা করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা কে কি উত্তর দিচ্ছে তা শিক্ষক নোট করবেন এবং তাদেরকে আরো চিন্তা করার সুযোগ প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো সঠিক না হলে শিক্ষক আরো বিস্তারিত প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর বের করে আনার চেষ্টা করবেন।

এক্ষেত্রে কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন হল:

- এই যে আমরা আমাদের চারপাশে এত এত পাখি, গাছপালা, ফুল, ফল, এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে?
- তোমরা কি জানো আল্লাহ কে?
- তোমরা কি জানো ইসলাম কি?

শিক্ষার্থীদের উত্তর সঠিক হলে শিক্ষক তাদের উৎসাহ প্রদান করবেন। তাদের প্রশংসাস্বরূপ বলবেন যে তারা তাদের বয়স অনুসারে অনেক কিছু জানে। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করার কৌশল হিসেবে তাদের এই জ্ঞান অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায় কিনা বা তারা যে এতকিছু জানে তা অন্যদেরকেও জানানো যায় কিনা সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ প্রদান করে শ্রেণিকক্ষে ফেরত আসতে পারেন বা ভ্রমণের মাঝেই এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সাথে মুক্ত আলোচনা করতে পারেন।

আলোচনাটিকে শিক্ষক এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান অন্যদের সামনে তুলে ধরতে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং নিজেরাই কোনো একটি কাজের প্রস্তাব করে। একই সাথে শিক্ষার্থীরা যেন আল্লাহর মহিমা এবং সৃষ্টি, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেরাও আরো জানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। আলোচনায় শিক্ষার্থীরা যা যা প্রস্তাব করবে তার মধ্যে থেকে শিক্ষক একটি প্রস্তাব বাছাই করবেন অথবা শিক্ষার্থীরা নিজে থেকে কোনো প্রস্তাব না করতে পারলে শিক্ষক তাদেরকে কোনো কিছু লিখে সবার সামনে তা তুলে ধরা যায় কিনা সেই ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করবেন।

লেখালেখির বিষয়টি শিক্ষার্থীদের পছন্দ হলে শিক্ষক একটি "দেয়াল পত্রিকা" প্রস্তুত করা যায় কিনা সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলবেন। দেয়াল পত্রিকা কি বা কেমন হয় সে সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এসময় জানাবেন। আলোচনাটি যদি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে করেন, তাহলে প্রয়োজনে তিনি বোর্ডে একটি দেয়াল পত্রিকার নমুনাও এঁকে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে দেয়াল পত্রিকা তৈরির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষক সচেষ্ট হবেন। দেয়াল পত্রিকা তৈরির আগ্রহ নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রথম সেশনটি শেষ হবে।

লক্ষণীয় :

১. শিক্ষক এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি প্রাধান্য দিয়ে তাদের সাথে আলোচনাটি করবেন। শিক্ষার্থীরা আসলে কিভাবে তাদের জ্ঞান সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় বা সকলকে জানাতে চায় তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মধ্য থেকেই তুলে আনবেন।

২. শিক্ষক কখনোই শিক্ষার্থীদের উপর কোনো কাজ চাপিয়ে দিবেন না বরং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে কার্যক্রমের গতি নির্ধারণ করবেন।

৩. দেয়াল পত্রিকা তৈরির এই কাজটিই সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং উৎসাহ ধরে রাখতে সহায়তা করবে, তাই প্রতিটি কার্যক্রম শিক্ষক এই দেয়াল পত্রিকা তৈরির লক্ষ্যটি সামনে রেখেই পরিচালনা করবেন।

২। তথ্য সংগ্রহ এবং তালিকা প্রস্তুতকরণ — সময়: ১ টি সেশন

দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী সেশনের আলোচনার কথা মনে করিয়ে দিবেন এবং দেয়াল পত্রিকা তৈরির কাজটির সূচনা পর্ব হিসেবে প্রত্যেককে একটি একক কাজ প্রদান করবেন।

কাজ : তোমার মতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কি কি? সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

একক কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে একসাথে কাজ করতে বলবেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নিজেদের তালিকাটি বা কাজটি মুখে বলবে এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী সেটিকে খাতায় লিখে দিবে। এভাবে সবগুলো কাজকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ইনক্লুসিভ করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা শ্রেণির কাজ হিসেবে একক ভাবে তাদের পূর্বজ্ঞান এবং ভ্রমণের ফলে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে তালিকাটি প্রস্তুত করবে। এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদের পূর্বজ্ঞান এবং বোধগম্যতা যাচাই করতে পারবে। সেই সাথে দেয়াল পত্রিকা তৈরির জন্য তাদের আর কতটুকু জানা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও ধারণা পাবে।

এই একক কাজটি করার পাশাপাশি দেয়াল পত্রিকাটি প্রস্তুত এবং তা সকলের সামনে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ধাপে ধাপে কি কি কাজ করতে হতে পারে তা নিয়েও শিক্ষক আলোচনা করবেন। অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের পথটি পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে তিনি কাজটির ধাপগুলো বোর্ডে এঁকে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন অথবা ধাপগুলো একটি বড় পোস্টার কাগজে লিখে নিয়ে এসে শ্রেণিকক্ষের কোনো দেয়ালেও ঝুলিয়ে দিতে পারেন। এতে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রমের বাইরেও শিক্ষার্থীদের সামনে সবসময়ই কাজের তালিকাটি থাকবে এবং তারা তাদের কাজের পথে কতটা এগোতে পেরেছে তা সময়ে সময়ে দেখে নিতে পারবে।

লক্ষণীয় : পোস্টার পেপারের লেখা যেন সবাই পড়তে পারে এবং শ্রেণিকক্ষের যে কোন স্থান হতে দেখা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতির ধাপসমূহ হতে পারে-

১. আকিদার মৌলিক বিষয়গুলোর তালিকা তৈরি করা

↓

২. তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা সমৃদ্ধ করা

↓

৩. আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও পর্যালোচনা করা

↓

৪. দেয়াল পত্রিকার জন্য লেখা, কাগজ, কলম, রং, ডিজাইন ইত্যাদি ঠিক করা

↓

৫. শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে লেখার ভুল সংশোধন করা

↓

৬. দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের জন্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা

↓

৭. দেয়াল পত্রিকা লেখা, সাজানো এবং দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের জন্য অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বা দাওয়াত কার্ড তৈরি করা

↓

৮. আমন্ত্রণপত্র বা দাওয়াত কার্ড বিতরণ করা এবং অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া

↓

৯. অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করা

লক্ষণীয় :

- দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের এই ধাপগুলো সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। শিক্ষক চাইলে শুরুতেই সেই আলোচনা থেকে সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে পারেন।

একক কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তালিকাটি প্রস্তুত হয়ে গেলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ প্রদান করে সকলের কাজই বেশ ভালো হয়েছে তা জানাবেন এবং তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের থেকে আরো তথ্য সংগ্রহ করে এনে তাদের এই তালিকাটি আরো সমৃদ্ধ করতে বলবেন। সম্ভব হলে এসময় শিক্ষক নিজেও শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষার্থীদের কাজে তাদের সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করবেন অথবা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের পরিবারে কোনো চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

লক্ষণীয় :

- কোনো শিক্ষার্থী যদি একেবারেই কোনো কাজ করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে উত্তর বলে না দিয়ে উত্তরের দিক নির্দেশনা প্রদান করে তাকে দিয়ে তালিকাটি প্রস্তুত করানোর চেষ্টা করবেন বা তাকে তার সহপাঠীদের সহায়তা নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা কেউ যেন কোনভাবেই নিজেকে অবহেলিত বা পিছিয়ে পড়া বা কম মেধাসম্পন্ন মনে না করে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শিক্ষকের।

পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহের এই কাজটি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা প্রদানের জন্য শিক্ষক দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কথা শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিয়ে সেই অনুষ্ঠানে যে অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরাও আসবেন এবং তাদের সামনে একটি সুন্দর দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের জন্য যে আরো বেশি পরিমান তথ্যের প্রয়োজন হবে তা শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন।

শিক্ষার্থীরা যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারে তারা হলেন -

১. শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা

২. শিক্ষার্থীর দাদা/দাদী/নানা/নানী

৩. শিক্ষার্থীর বড় ভাই/বোন

৪. শিক্ষার্থীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য (যদি থাকে)

৫. শিক্ষার্থী পরিবারহীন/ইয়াতিম হলে সে যেখানে থাকে সেখানে থাকা বড় কেউ

৬. বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষার্থী

* শিক্ষার্থী একেবারে কাউকেই না পেলে তার শ্রেণির অন্য কোন শিক্ষকের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারবে এবং এক্ষেত্রে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজনে অন্য শিক্ষকদের সাথে নিজে আলোচনা করে তাদের সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

প্রয়োজনে শিক্ষক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নের একটি তালিকাও শিক্ষার্থীদের দিয়ে দিতে পারেন।

পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা যে সকল প্রশ্ন করে তাদের তালিকা সমৃদ্ধ করতে পারে সেগুলোর কিছু নমুনা প্রদান করা হলো-

১. আল্লাহ সম্পর্কে আমরা কি কি জানি?

২. ইসলামের মৌলিক বিষয় কোনগুলো?

৩. আল্লাহর নিয়ামতগুলো কি কি?

৪. মুসলমান হিসেবে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো মেনে চলি?

দ্বিতীয় ধাপ- প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

৩। তালিকা পর্যালোচনা

সময়: ১ টি সেশন

পরিবারের সদস্যদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীরা পূর্বে প্রস্তুতকৃত তালিকাটি আরো সমৃদ্ধ করে আনার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছেই অনেক তথ্য সম্বলিত একটি করে তালিকা থাকবে।

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিবেন। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে দলের সদস্য সংখ্যা ২, ৩, ৪, ৫ জন হতে পারে। শিক্ষার্থীরা দলে বসে নিজেদের তালিকাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং কার তালিকায় কি বেশি আছে এবং কার তালিকায় কি নেই তা নির্ণয় করবে।

এই কার্যক্রমটি দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতির কততম ধাপ তা শিক্ষক বোর্ডে এঁকে বা দেয়ালে ঝুলানো চার্ট দেখিয়ে মনে করিয়ে দিবেন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

- শ্রেণিতে কোনো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (দৃষ্টি/শ্রবণ/বুদ্ধি প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থী থাকলে তাদেরকেও সবগুলো দলে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।
- দল গঠনের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিতসহ সকল শিক্ষার্থীদেরে সমান ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

অর্থাৎ দল গঠন এমন হতে হবে যেন লিঙ্গ, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থী অবহেলিত বোধ না করে।

ইসলাম সাম্যের শিক্ষা দেয়- এই বিষয়টি শিক্ষক কথায় না বলে বরং এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

দলগত কাজের সময় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে সকল দলের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনে কাজটি আরো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবেন।

নিজেদের তালিকা তুলনা করে শিক্ষার্থীরা প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দলের সকল সদস্যদের সংগৃহীত তথ্য সম্বলিত আরেকটি বড় তালিকা তৈরি করবে এবং পোস্টার পেপারে লিখবে।

৪। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা

সময় : ১ টি সেশন

সকল দলের তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলে দলগুলো একে একে তাদের তালিকাগুলোতে কি আছে তা শ্রেণিকক্ষে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে। এই উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে কি চিন্তা করছে বা তাদের পরিবার থেকে কি তথ্য পেয়েছে তা প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক জানতে পারবেন, যা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণার উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং একটি সুন্দর দেয়াল পত্রিকা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

লক্ষণীয়:

- শিক্ষক জানবেন যে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার চেষ্টা করছেন এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করে যাবেন। তবে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষক প্রতি সেশনেই দেয়াল পত্রিকা তৈরির লক্ষ্যটির প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের উপর আরোপিত এই কাজগুলোকে আলাদা কোন চাপ মনে না করে দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করেই কাজ করে যায়।

দলগত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলের প্রত্যেক সদস্যই যাতে সব ধরনের কাজ করে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন। কেউ লিখবে, কেউ উপস্থাপন করবে, কেউ দলনেতার ভূমিকা পালন করবে ইত্যাদি।

একটি দলের কাজগুলো হতে পারে-

- সকলের তালিকা সম্মিলিতকরণ
- তালিকাটি পোস্টারে লিখন/প্রেজেন্টেশন প্রস্তুতকরণ
- তালিকা উপস্থাপন

উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি দক্ষতা অর্জনে সমান ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং সমান সহায়তা পাচ্ছে কিনা তা শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।

সকল দলের তালিকা উপস্থাপন হয়ে গেলে শিক্ষক সকল তালিকার সমন্বয়ে একটি সংকলিত তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন এবং সেটি লিখিত আকারে/পোস্টারের মাধ্যমে/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সকলের সামনে উপস্থাপন করবেন।

লক্ষণীয়:

- পরবর্তী ধাপে শিক্ষকের উপস্থাপনার পুরোটা সময় (১০টি সেশনের প্রতিটিতেই) শিক্ষক এই তালিকাটি শিক্ষার্থীদের সামনে রাখবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে ধারণা দানের ক্ষেত্রেই তালিকাটিতে থাকা বিষয়বস্তুর সাথে ধারণাগুলোর সমন্বয়ের চেষ্টা করবেন।

উদাহরণ- শিক্ষার্থীদের তালিকায় যদি কবর, পরকাল, মৃত্যুর পরের জীবন এই বিষয়গুলো থাকে তাহলে শিক্ষক আখিরাতের পাঠ উপস্থাপনের সময় তালিকাটি থেকে বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দেখাবেন এবং এর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করবেন।

তৃতীয় ধাপ- বিমূর্ত ধারণায়ন

৫। আরও জানি — সময়: ০৭ টি সেশন

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষক এখন জানেন যে শিক্ষার্থীরা আসলে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে কি জানে বা কতটা জানে। বিগত সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা কি কি কাজ করেছে তা শিক্ষক একবার পুনোরালোচনা করে নিবেন এবং এ যাবত শিক্ষার্থীরা যা তথ্য সংগ্রহ করেছে তা যে যাচাই বাছাই করা প্রয়োজন তা শিক্ষার্থীদের জানাবেন। একই সাথে দেয়াল পত্রিকাকে আরো সমৃদ্ধ করতে যে শিক্ষার্থীদের আরো অনেক তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন হবে সেটিও শিক্ষক তাদের জানাবেন।

লক্ষণীয় :

- দেয়াল পত্রিকা তৈরির ধাপগুলো শিক্ষক প্রতিটি কার্যক্রমের সময়ই শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন এবং তারা যে এই সকল কাজ ঐ একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই করছে তা বার বার তাদের মনে করিয়ে দিবেন।
- দলগত কাজে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা ধরে রাখার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক মূলত এই কাজ ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবেন। দলগত কাজে যে যার কাজ ঠিকভাবে পালন করলে তা যে পরবর্তীতে দেয়াল পত্রিকার কাজে তাদের সহায়তা করবে সে ব্যাপারেও শিক্ষক ইঙ্গিত প্রদান করবেন।

পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষক বার বার শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার প্রতিফলন ঘটাবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে তাদের ধারনার সাথে শিক্ষক প্রদত্ত জ্ঞানের সমন্বয় করতে পারে। শিক্ষার্থীদের তালিকার কোন অংশটুকু আকাইদ, কোন অংশটুকু তাওহীদ, কোনটি রিসালাত এবং কোনটি আখিরাতের মৌলিক জ্ঞানের অংশ তা শিক্ষক নিজে পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে পারেন অথবা শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই এর জন্য তিনি পাঠ উপস্থাপনের মাঝে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেও তাদের থেকে উত্তরটি বের করে আনতে পারেন।

লক্ষণীয় :

- শিক্ষার্থীদের তালিকা থেকে প্রাপ্ত ইসলামের কোন মৌলিক বিষয়টি আকাইদ, তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের কোন অংশের সাথে মিলে তা শিক্ষক নিজে থেকে বলে না দিয়ে যদি শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন, তবে তা শিক্ষার্থীদের দক্ষতার প্রতি ইঙ্গিত করবে। শিক্ষার্থীদের কেবল জ্ঞান অর্জনে সহায়তা না করে এই দক্ষতাটি অর্জন করানোর ক্ষেত্রেও শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে শিক্ষার্থীদের কেবল এক তরফা জ্ঞান না দিয়ে তাদেরকে যথাসম্ভব প্রশ্ন করে তাদের বোধগম্যতা যাচাই করা এবং তাদের দক্ষতাগুলো কাজে লাগাতে সহায়তা করা।

পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষক পাঠ্যবই এর সহায়তা নিবেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের সমন্বয়ে এক একটি বিষয়বস্তুর পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

এক্ষেত্রে পাঠ উপস্থাপনের কয়েকটি পদ্ধতি ও কৌশলগুলো হতে পারে-

১. দলগত আলোচনা/বিতর্ক/প্যানেল আলোচনা/প্রশ্ন-উত্তর/ভূমিকাভিনয়
২. তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপস্থাপনা/পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা
৩. সাক্ষাৎকার/বার্তা/খুতবা শোনানো
৪. ভিডিওচিত্র/ডকুমেন্টারি/ইসলামিক ভিডিও ক্লিপ/টিওটোরিয়াল প্রদর্শনী
৫. বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিত্ব/ইসলামিক স্কলার/মসজিদের ইমামকে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার সাথে শিক্ষার্থীদের আলোচনার সুযোগ করে দেয়া

আকাইদ : ১টি সেশন

শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত বৃহৎ তালিকাটির সাথে তুলনা করে শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীদের আকাইদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করতে পারেন। এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মসজিদ/মাদ্রাসা/পরিচিত আলেমগণের কাছে গিয়ে আকাইদ সম্পর্কে আরো জানতে উৎসাহিত করতে পারেন এবং এইসব জায়গায়/মানুষের কাছে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষক দেয়াল পত্রিকা তৈরির ব্যাপারেও শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। দেয়াল পত্রিকায় আকাইদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কি কি লিখতে পারে তা সেই আলোচনা থেকে উঠে আসতে পারে।

আকাইদের পাঠের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কালেমা তাইয়্যেবা, কালেমা শাহাদাত, ইমান মুজমাল ও ইমান মুফাসসাল অনুশীলন করাবেন। এবং পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন -

আকাইদের বিষয়াবলিতে বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি (এক পাতার) প্রতিবেদন তৈরি করো।

লক্ষণীয়:

- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষক লিখিত, মৌখিক, ইশারার ব্যবহার, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপস্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে, সে সুযোগ রাখবেন।
- প্রদত্ত জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে তাই সুনির্দিষ্ট না করে দিয়ে তালিকা তৈরি, উপস্থাপন, প্রতিবেদন প্রস্তুত ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে উত্তর প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করবেন।

তাওহিদ : ২টি সেশন

শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত বৃহৎ তালিকাটির সাথে তুলনা করে শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীদের তাওহিদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে পাঠদান কৌশল হিসেবে শিক্ষক আলোচনা পদ্ধতির ব্যবহার করে তাওহিদের মৌলিক ধারণা প্রদানের পর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাওহিদে বিশ্বাস কেন প্রয়োজন তা তাদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার চেষ্টা করবেন এবং তারপর তাদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের পাঠ উপস্থাপন করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি দলগত কাজ দিবেন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে-

কাজ : আমরা কেন তাওহিদে বিশ্বাস করবো?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন। তাওহিদ সম্পর্কিত প্রথম সেশনটি এই অংশের মাধ্যমেই সমাপ্ত হবে।

তাওহিদ সম্পর্কিত দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন এবং তাদেরকে দেয়াল পত্রিকা তৈরির বিষয়টি মনে করিয়ে দিবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে পাঠদান করবেন।

আল্লাহর পরিচয় এবং গুণাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে থেকে সব বলে না দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিংয়ের মাধ্যমে ধারণা জানার চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যবই থেকে শিক্ষক পাঠদান করবেন।

তাওহিদ সম্পর্কিত তৃতীয় সেশনের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাওহিদ সম্পর্কিত গত দুই সেশনের জ্ঞান যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের দেয়াল পত্রিকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শিক্ষক তাদের প্রস্তুতকৃত তালিকাটি থেকে তাওহিদ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বের করতে বলবেন।

এরপর শিক্ষক তাওহিদের প্রামান্য নিদর্শনের কিছু উদাহরণ প্রদান করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মাথা খাটিয়ে নিম্নোক্ত কাজটি দলগতভাবে সম্পন্ন করতে দিবেন-

কাজ : আল্লাহর সৃষ্টির মাঝেই তাঁর পরিচয় নিহিত - এটি আমরা কীভাবে বুঝতে পারি?

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে দিয়ে তাওহিদের শিক্ষা কি কি হতে পারে সে সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব বা আলোচনার আয়োজন করতে পারেন।

তাওহিদের প্রামান্য নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকায় দেয়া উদাহরণ ছাড়াও অন্য বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের আলোচনা/প্রশ্ন-উত্তরে উপস্থাপিত তথ্যের সাথে পাঠ্যবই এর তথ্য মিলিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাওহিদের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন এবং তাওহিদ সম্পর্কিত সেশনের সমাপ্তি করবেন।

রিসালাত: ১টি সেশন

রিসালাত সম্পর্কিত পাঠ্যবই এর পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহানবি মুহাম্মাদ (সা.) এর রিসালাত এবং খাতমে নবুয়ত সম্পর্কিত কোন প্রামান্যচিত্র/ডকুমেন্টারি ভিডিও দেখাতে পারেন। ভিডিও দেখানো সম্ভব না হলে এই সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের প্রভাব সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পাঠদান করতে পারেন। এসময় দেয়াল পত্রিকায় রিসালাতের বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপিত হতে পারে সে সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

রিসালাত সম্পর্কিত পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ প্রদান করবেন -

কাজ : রিসালাত সম্পর্কে একটি (এক পাতার) প্রতিবেদন উপস্থাপন করো।

আখিরাত : ০২টি সেশন

আখিরাত সম্পর্কিত প্রথম সেশনে শিক্ষক আখিরাতের ধারণা, তাৎপর্য ও আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা একটি ছক পূরণ করবে–

আখিরাত বিষয়ক পাঠ থেকে আমাদের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয়-	
করণীয়	বর্জনীয়
১।	
২।	
৩।	
৪।	
৫।	

লক্ষণীয়:

- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষক লিখিত, মৌখিক, ইশারার ব্যবহার, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপস্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে, সে সুযোগ রাখবেন।
- যে সকল শিক্ষার্থী এই ছকটি লিখে পূরণ করতে পারবে না তাদের জন্য শিক্ষক মৌখিক ভাবে ছক পূরণের সুযোগ রাখবেন।

আখিরাত সম্পর্কিত দ্বিতীয় সেশনটি শুরু হবে আখিরাতের স্তরসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে। এই সেশনে শিক্ষক সিরাত পর্যন্ত আলোচনা করবেন। শিক্ষকের আলোচনায় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতকৃত তালিকার নির্দেশ থাকবে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তালিকাটি থেকে আখিরাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয় কোনগুলো তাদের ধারণা, তা খুঁজে বের করতে বলবেন।

দেয়াল পত্রিকায় আখিরাত সম্পর্কে কি কি লেখা হতে পারে তাও শিক্ষক এই সেশনে আলোচনা করবেন।

আখিরাত সম্পর্কিত তৃতীয় সেশনটি পরিচালিত হবে জান্নাত এবং জাহান্নামের আলোচনার ভিত্তিতে।

আখিরাত সম্পর্কিত শেষ সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে শ্রেণিতে উপস্থাপনা/বিতর্কের আয়োজন করবেন।

নৈতিক চরিত্র গঠনে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা: ১টি সেশন

আকাইদ, তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ জ্ঞান দানের পর শিক্ষক এই প্রতিটি বিশ্বাস একজন মুসলমানের জীবনে কি ধরনের প্রভাব রাখতে পারে তা শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করার সুযোগ প্রদান করে শিক্ষক তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার এবং তাদের আলোচনা লিপিবদ্ধ করার সুযোগ প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের চিন্তা এবং আলোচনা থেকে যা লিপিবদ্ধ করবে তার সাথে তুলনা করে শিক্ষক এরপর পাঠ্যবই অনুসারে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

লক্ষণীয়:

- পাঠ উপস্থাপনের সময়, সঠিক তথ্য জানা, ব্যবহার করা এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে ভালভাবে জানা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন এবং ভুল উৎস থেকে তথ্য নিলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বা কোনটি তথ্যের প্রকৃত উৎস নয় সে ব্যাপারেও এখানে শিক্ষক দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। শিক্ষকের উপস্থাপনার বাইরে আরো কোন কোন উৎস থেকে (যেমন- আল কুরআন, হাদিস, ইসলামিক বই, বিশিষ্ট আলেমগণের বক্তব্য, মসজিদের ইমামের বক্তব্য ইত্যাদি) শিক্ষার্থীরা সঠিক তথ্য জানতে পারবে সেটিও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীরা যেন চাইলে শ্রেণির সময়ের বাইরে শিক্ষকের সাথেও এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে পারে সেই সুযোগও শিক্ষক রাখবেন।

৬। মুক্ত আলোচনা — সময়: ১ টি সেশন

আকাইদ, তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই অনুসারে ধারণা প্রদান করার পরে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা আরো এক ধাপ এগিয়ে নিতে শিক্ষক এবারে দেয়াল পত্রিকার অলংকরণের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন এবং দেয়াল পত্রিকায় কি কি বিষয়বস্তু কীভাবে আসতে পারে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা জানতে চাইবেন।

দেয়াল পত্রিকা সম্পর্কিত এই প্রত্যেকটি কাজেই একদল করে শিক্ষার্থী থাকবে। দলের সদস্য সংখ্যা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, যোগ্যতা, শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা মিলে নির্ধারণ করবে।

দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব বিভাজন এমন হতে পারে-

১. দেয়াল পত্রিকা তৈরি ও উন্মোচন বিষয়ক কাজের তালিকা তৈরি, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা
২. তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা
৩. তথ্যের উৎস ও সত্যতা যাচাইকরণ
৪. তথ্য কিভাবে উপস্থাপন করা হবে তা নির্ধারণ
৫. পত্রিকার অলংকরণ/কোথায়, কি, কিভাবে লেখা/আঁকা হবে তা নির্ধারণ
৬. পত্রিকার ছবি বা নকশা আঁকা
৭. পত্রিকায় লেখা
৮. দেয়াল পত্রিকা উন্মোচনের দাওয়াত কার্ড তৈরি
৯. দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা/সঞ্চালনা/পরিচালনা
১০. সার্বিক সমন্বয়

এই কাজের পাশাপাশি এই একই সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রেষণা প্রদানের জন্য নবি-রাসুলদের জীবন থেকে কিছু মূল্যবান, শিক্ষণীয় এবং ইসলামে বিশ্বাসের উপর গুরুত্বারোপ করে এমন ঘটনা তুলে এনে শিক্ষার্থীদের সামনে গল্প আকারে উপস্থাপন করবেন।

এক্ষেত্রে শিক্ষক তার নিজের জানা যে কোন ঘটনা গল্প আকারে উপস্থাপন করতে পারেন।

লক্ষণীয়:

- দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই কোন না কোন কাজে অংশগ্রহণ করাতে হবে।
- দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা, তথ্যের উৎস ও সত্যতা যাচাইকরণ এবং দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা/সঞ্চালনা/পরিচালনা এই তিনটি কাজে যেন অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করবেন এবং বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ দলে দলে বণ্টন করে দিবেন।
- এই কাজগুলোতে শিক্ষকের সার্বিক তত্ত্বাবধান থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাজে কোথাও কোনো বড় ধরনের তথ্যগত ভুল না থাকে।

চতুর্থ ধাপ- সক্রিয় পরীক্ষণ

৭। দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত এবং প্রদর্শনী   সময়: ২টি সেশন

শিক্ষার্থীরা তাদেরকে ভাগ করে দেয়া দায়িত্ব অনুসারে দেয়াল পত্রিকার কাজ শুরু করবে। শিক্ষক সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন। দেয়াল পত্রিকায় কি কি তথ্য থাকবে তা শিক্ষার্থীরা নির্ধারণ করবে তবে শিক্ষক এক্ষেত্রে তথ্যের ব্যবহার কিভাবে করা প্রয়োজন সে বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের ভুল সংশোধন করে দিবেন।

৩টি সেশনের সমন্বয়ে পরিচালিত এই কার্যক্রমের প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীরা দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতির জন্য লেখা নির্বাচন করে তথ্যে কোনো ভুল থাকলে তা শিক্ষকের সহায়তায় সংশোধন করবে। একই সাথে দেয়াল পত্রিকার অলংকরনের বিষয়গুলোও চূড়ান্ত করবেন।

এই সেশনের দিন বা তার আগেই শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে দেয়াল পত্রিকাটি উন্মোচনের জন্য দিন তারিখ নির্ধারণ করবেন।

দেয়াল পত্রিকায় যা যা লেখা হবে তার দায়িত্ব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপর ছেড়ে দিলেও, মূল লেখনির কাজ শুরুর আগেই খসড়া লেখাটি শিক্ষক নিজে দেখে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন। কিভাবে লেখাগুলো আরো নির্ভুল করা যায় এবং সকলের জন্য বোধগম্য করা যায় তা তিনি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন। দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের দাওয়াত কার্ড প্রস্তুত করবে এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ (অনুষ্ঠান সূচি, অনুষ্ঠান সঞ্চালনার স্ক্রিপ্ট, অনুষ্ঠানের অন্যান্য আয়োজনের স্ক্রিপ্ট, দেয়াল পত্রিকা সম্পর্কিত বক্তব্যের স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি) করবে। শিক্ষক এই সকল কাজ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

> শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সম্ভব হলে এই দেয়ালিকা উন্মোচনের দিন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মসজিদের ইমাম, ইসলামিক স্কলার, এলাকার কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা অফিসার এমন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে শিক্ষক আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

এই কার্যক্রমের দ্বিতীয় সেশনটি হবে শিক্ষার্থীদের মূল কাজের সেশন যেখানে বসে শিক্ষার্থীরা দেয়াল পত্রিকাটির লেখা এবং অলংকরণের কাজটি করবে। একই সাথে আরেকদল শিক্ষার্থী দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত কার্ড তৈরি করবে এবং অন্যান্য আরো কয়টি দল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনের স্ক্রিপ্ট লেখা এবং অনুষ্ঠানে কে কি করবে তার অনুশীলন করবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক আরো যেসকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন সেগুলো হল-

১. অনুষ্ঠান সূচি
২. দাওয়াত কার্ডের লেখা
৩. অনুষ্ঠান উপস্থাপনার স্ক্রিপ্ট
৪. দেয়াল পত্রিকা সম্পর্কিত বক্তব্যের স্ক্রিপ্ট
৫. অনুষ্ঠানে অন্যান্য আয়োজনের স্ক্রিপ্ট
৬. সকল আয়োজনে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা

লক্ষণীয়:

- দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি যদি শ্রেণি কার্যক্রমের বাইরেও হয়, তাও সেটিকে একটি সেশন হিসেবে ধরা হবে এবং ৫০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা সময়ের মাঝেই অনুষ্ঠানটি শেষ করতে হবে।
- অনুষ্ঠানটি একটি ইসলামিক দেয়াল পত্রিকা উন্মোচনের অনুষ্ঠান তাই অনুষ্ঠানের শুরুতে অবশ্যই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত থাকবে।
- অনুষ্ঠানে দেয়াল পত্রিকা সম্পর্কিত কার্যাবলির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ইসলামিক উপস্থাপনা (হামদ, নাত, ইসলামী গান, গজল) থাকতে পারে।

এই কার্যক্রমের তৃতীয় সেশনটি হবে মূল দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে সাজিয়ে উপস্থাপন করবেন।

৮। দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনী পরবর্তী প্রতিফলন — সময়: ১ টি সেশন

দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীরা এই পুরো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কি কি শিখেছে সেই বিষয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মুক্ত আলোচনা হবে। আলোচনায় অনুষ্ঠানে কারা এসেছিলেন এবং দেয়াল পত্রিকা ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে তারা কি কি বলে গিয়েছেন তা পর্যালোচনা করা হবে। শিক্ষার্থীরা সম্মিলিত ভাবে দেয়াল পত্রিকাটিকে কিভাবে আরো ভাল করা যেতো তা আলোচনা করবে এবং দেয়াল পত্রিকাটিতে কোন তথ্যের ঘাটতি ছিল কিনা তাও আলোচনা করবে।

এই সেশনে মূলত শিক্ষার্থীরা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে তাদের পুরো কাজটি সম্পর্কে নিজেদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামের মূল বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করে নিবে।

এসময় শিক্ষক শিক্ষার্থীরা আরো কিছু জানতে আগ্রহী কিনা তা জিজ্ঞেস করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা আরো কিছু জানতে আগ্রহী হলে শিক্ষক সেগুলোর সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করতে পারেন। সেই সাথে আরো কোন কোন উৎস থেকে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে জানতে পারে তাও শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের আরো জানতে উৎসাহিত করতে যে সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলতে পারেন সেগুলো হল-

১. মসজিদের খুতবা
২. মসজিদের ইমামের সাক্ষাৎকার
৩. প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক স্কলারদের সাক্ষাৎকার/আলোচনা
৪. অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত আল কুরআন
৫. অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত সহিহ হাদিসমূহ
৬. আল কুরআন এবং হাদিস সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বই
৭. ইসলামিক ভিডিও ক্লিপ

এছাড়া পাঠ্যবই এর শেষেও একটি বই এর তালিকা দেয়া আছে যা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষক সেই বইগুলো বিদ্যালয়ের পাঠাগারে রাখার ব্যবস্থা করবে।

সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই পুরো অভিজ্ঞতা এবং তাদের অর্জিত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত জ্ঞানকে সম্মিলিত করে তাদের প্রত্যেককে একটি করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ হিসেবে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করে নিয়ে আসলে শিক্ষক সেটি দেখে স্বাক্ষর করে দিবেন।

এরপর সেই প্রতিবেদনটি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের থেকে ছোট কাউকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের এই কার্যক্রমটি সমাপ্ত করবে।

এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি হতে পারেন-

১. শিক্ষার্থীর ছোট ভাই/বোন
২. শিক্ষার্থীর পরিবারের অন্য কোন ছোট সদস্য (যদি থাকে)
৩. শিক্ষার্থী পরিবারহীন/ইয়াতিম হলে সে যেখানে থাকে সেখানে থাকা ছোট কেউ
৪. বিদ্যালয়ের পঞ্চম/নিচের শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী

এভাবেই ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক প্রথম অভিজ্ঞতাটি সম্পন্ন হবে যার মাধ্যমে প্রথম যোগ্যতাটি অর্জিত হবে।

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
২	১	১৩

যোগ্যতাটি হল-

ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ ও নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

প্রথম ধাপ: বাস্তব অভিজ্ঞতা

১। ইবাদাত সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা — ১টি সেশন

পাঠের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন যে এই অংশের পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা পাঠ থেকে জানা বিষয়াবলির সমন্বয়ে একটি ইসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

শিক্ষার্থীদের ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য শিক্ষক ইবাদাতের ধারণার অবতারণা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্ন করতে পারেন।

প্রশ্নগুলো হতে পারে –

- ইবাদাত/দোয়া/প্রার্থনা এই শব্দগুলোর সাথে কি তোমরা পরিচিত?
- এই শব্দগুলোর অর্থ কি তোমরা জানো?

শিক্ষার্থীরা কে কি জবাব দিচ্ছে তা শিক্ষক নোট নিবেন এবং প্রাসঙ্গিক উত্তর বোর্ডে লিখবেন। তাদের উত্তরের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক ইবাদাতের প্রাথমিক ধারণা স্পষ্ট করবেন। এসময় শিক্ষক ইবাদাত কাকে বলে, কত প্রকার এবং কি কি তা আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা এবং প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। ইবাদাতের অর্থ আলোচনা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আবারও কিছু প্রশ্ন করে তারা কে কিভাবে ইবাদাত করে বা আদৌ করে কিনা সে ব্যাপারে জেনে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে কিছু নমুনা প্রশ্ন হতে পারে–

- তোমরা সারাদিন যে কাজগুলো করো সেগুলোর মধ্যে কোন কাজগুলোকে তোমরা ইবাদাত বলে মনে করো?
- ইবাদাত কি কি ভাবে করা যায় বলে তোমরা মনে কর?
- ইবাদাত কত ধরনের হতে পারে? এই বিষয়ে কি তোমাদের কোন ধারণা আছে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর যে উত্তর দিবে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে শিক্ষক পাঠ্যবই অনুসারে ইবাদাত সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি বাড়ির কাজ প্রদান করে শ্রেণি কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। কাজটি হল–

তোমার আশেপাশে কে কিভাবে ইবাদাত করে তা জেনে/লিখে নিয়ে আসবে।

এই কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের সদস্য, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যে কারো সহায়তা নিতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের আশেপাশের মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এই কাজটি করতে পারে। এছাড়া, আশেপাশের মানুষের কাজ দেখেও শিক্ষার্থীরা তাদের জেনে নেয়ার কাজটি করতে পারে। শিক্ষার্থীরা কিভাবে কাজটি করবে সেটি শিক্ষক ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীদের এই কাজটি তাদের শ্রেণিকক্ষের বাইরের একটি সেশন হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

২। একক কাজ, উপস্থাপনা এবং আলোচনা — ১টি সেশন

শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ির কাজটি করে আসার পর তারা সেগুলো শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা যে যা জেনে এসেছে তা তারা মুখে বলে, পোস্টারে লিখে, বোর্ড ব্যবহার করে বা অন্য যেকোন উপায়ে উপস্থাপনা করতে পারবে।

সকল শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দিবেন। শিক্ষার্থীরা যে সব ইবাদাতের ধরণ সম্পর্কে জেনে এসেছে সেগুলোর কোনটি ইবাদাতের কোন শ্রেণির অন্তর্গত তা দলের সবাই মিলে নির্ণয় করবে।

এসময় শিক্ষক প্রতিটি দলের কাছে গিয়ে তাদের নির্ণয় ঠিক আছে কিনা তা দেখবেন এবং তাদের নির্ণয়ে কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তা শুধরে দিবেন। সব দলের কাজ শেষে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে কোন ইবাদাতটি আসলে কোন শ্রেণিবিভাগের অন্তর্গত তা জানিয়ে দিবেন। কোনো দল বা শিক্ষার্থীর জেনে আসা কোনো ইবাদাত যদি ইসলামী পরিভাষায় ইবাদাত না হয়ে থাকে তাহলে সেটাও শিক্ষক এসময় আলোচনা করবেন এবং সেটি কেন ইবাদাত নয় তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।

লক্ষণীয় : পাঠ্যবই এ দেয়া অনুসরণীয় ইবাদাতগুলোর মধ্যে কোনটি যদি শিক্ষার্থীদের আলোচনায় চলে আসে তবে সেটি শিক্ষক আলোচনার সময় উল্লেখ করে দিবেন এবং যেই অনুসরণীয় ইবাদাতগুলো শিক্ষার্থীদের আলোচনায় আসেনি, সেগুলো অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবেন।

তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

৩। জেনে নিই — ৯টি সেশন

ইবাদাত সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় চলে যাবেন এবং পাঠ্যবই অনুসারে একটি একটি করে বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক এই সহায়িকায় উল্লেখিত পদ্ধতির পাশাপাশি নিজের পছন্দমত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের যেন সুযোগ থাকে।

লক্ষণীয় : শিক্ষকের উপস্থাপনার পূর্বে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইসলামিক অনুষ্ঠানটির কথা মনে করিয়ে দিবেন।

তাহারাত ও নাজাসাত : ১টি সেশন

একটি সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের উপস্থাপনা হবে আলোচনা নির্ভর অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে পাঠ পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে কিছু নমুনা প্রশ্ন হতে পারে–

- পবিত্রতা বলতে কী বোঝায় তোমরা কি জানো?
- কীভাবে আমরা পবিত্র থাকতে পারি বলে তোমাদের মনে হয়?
- কি কি কারণে আমরা অপবিত্র হয়ে যেতে পারি তা কি তোমরা জানো?
- অপবিত্র হয়ে গেলে সেখান থেকে আমরা কিভাবে পবিত্র হতে পারি?

লক্ষ্যনীয় : এই প্রশ্নগুলো দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনরকম মূল্যায়ন করবেন না বরং তাদের উত্তরের উপর ভিত্তি করে পাঠ পরিচালনা করবেন।

অযু: ২টি সেশন

অযু সম্পর্কিত প্রথম সেশনে পবিত্রতা বজায় রাখার একটি উত্তম উপায় হিসেবে শিক্ষক অযুর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবেন। সেই সাথে কি কি কারণে অযু ভেঙে যেতে পারে তাও শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

দ্বিতীয় সেশনে শিক্ষক নিয়ম মেনে কিভাবে অযু করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং অনুশীলন করাবেন।

লক্ষণীয়:

১। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং শিক্ষকের উপস্থাপনা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম সেশনের শেষেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অযুর নিয়ম বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং দ্বিতীয় সেশনে অযু অনুশীলন করাতে পারেন।

২। যদি শিক্ষার্থীদের অযু অনুশীলন করানো সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে সঠিক নিয়মে অযু করে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। সেটিও সম্ভব না হলে শিক্ষক অযু করার একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাও সম্ভব না হলে শ্রেণিকক্ষে বসেই অযু করার নিয়মগুলো অভিনয়ের মত করে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।

গোসল : ১টি সেশন

গোসলের সেশনের শুরুতেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন তারা কে কিভাবে গোসল করে এবং গোসলের ফরয সম্পর্কে তারা জানে কিনা। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক গোসলের গুরুত্ব, নিয়ম, ফরজ ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক অনুসারে আলোচনা করবেন।

তায়াম্মুম : ১টি সেশন

তায়াম্মুম কি তা শিক্ষার্থীরা জানে কিনা এই প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক সেশন শুরু করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে তায়াম্মুম সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এরপর তায়াম্মুম কিভাবে করতে হয় তা শ্রেণিকক্ষে যথাযথ করে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও অনুশীলন করাবেন।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষায় পবিত্রতা : ১টি সেশন

শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিয়ে একটি দলগত কাজ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক এই সেশনটি শুরু করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে দুই দলে ভাগ করে একটি দলকে পবিত্র থাকার সুফল এবং অন্য দলটিকে অপবিত্র থাকার কুফল সম্পর্কে লিখতে দিবেন। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে বোর্ডে ডেকে একপাশে সুফল এবং অন্যপাশে কুফলগুলো তুলে ধরতে সহায়তা করবেন।

পবিত্র থাকার সুফল ও অপবিত্র থাকার কুফল আলোচনা কর।

শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক দলের একজন সদস্যের কাছে জানতে চাইবেন যে তারা কি আলোচনা করেছে। প্রত্যেক দলের কাছ থেকে জেনে নেবার পর শিক্ষক পাঠ্যবই অনুসারে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পবিত্র থাকার গুরুত্ব আলোচনা করবেন। এসময় শিক্ষার্থীরা পবিত্রতার যেসব সুফল উল্লেখ করেছে সেগুলোর সাথে সমন্বয় করে আলোচনা করবেন।

সালাত : ২টি সেশন

ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কিত প্রথম পাঠের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শিক্ষক সালাতের পাঠের সূচনা করবেন। সালাত যে ইসলামে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত সেটি শিক্ষক এসময় শিক্ষার্থীদের জানাবেন এবং শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সালাত সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান কতটা রয়েছে তা জানার চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কিছু প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো হতে পারে–

- সালাত কাকে বলে?
- তোমরা কি নিয়মিত সালাত আদায় করো?
- নিয়মিত সালাত আদায়ের উপকারিতা কী?
- দিনে কতবার সালাত আদায় করতে হয়?

শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক সালাত সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনায় যাবেন। পাঠ্যবই অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সালাতের গুরুত্ব এবং নিয়মগুলো একে একে বুঝিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে সেশনগুলো শিক্ষক নিজের সুবিধমত ভাগ কে নিতে পারেন। তবে, সালাত আদায় অনুশীলনের জন্য একটি সেশন রাখবেন এবং সালাতের আহকাম-আরকান সম্পর্কিত একটি সেশন রাখবেন।

লক্ষণীয়: নিয়ম মেনে সালাত আদায় সম্ভব না হলে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষেই সালাত আদায়ের নিয়মগুলো দেখিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক যা যা গুরুত্ব দিয়ে দেখাবেন সেগুলো হল–

- কীভাবে সালাতের জন্য দাঁড়াতে হয়?
- কীভাবে রুকু ও সিজদাহ করতে হয়?
- কীভাবে সালাম ফিরাতে হয়?
- কীভাবে বসতে হয়? (এক্ষেত্রে ভিডিও ক্লিপের ব্যবহার করা যেতে পারে)।

সালাতের আহকাম-আরকান সম্পর্কিত সেশনে শিক্ষক প্রথমেই পাঠ্যপুস্তক অনুসারে বক্তৃতা ও প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে দিয়ে পোস্টার পেপারে সুন্দর করে সালাতের আহকাম এবং আরকানগুলো লিখে ফেলতে বলবেন। লেখা শেষে পোস্টারগুলো শ্রেণিকক্ষের কোনো একটি দেয়ালে লাগিয়ে দিবেন।

সালাত বিষয়ক পাঠ্যগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষক সালাত আদায়ের পদ্ধতি, গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং এর নৈতিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিবেন।

অনুরূপভাবে শিক্ষার্থী পদ্ধতি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বাকী সেকশনগুলো উপস্থাপন করবেন।

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

ইবাদাত এর একটি মাধ্যম হিসেবে সালাত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানানোর পর শিক্ষক কুরআন ও হাদিস পাঠ এবং কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মেনে চলার প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কুরআন তিলাওয়াত করাও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

এই অংশের পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক সেশনগুলোকে এভাবে ভাগ করতে পারেন-

- সূরা, মুনাজাতমূলক আয়াত ও অর্থসহ হাদিস– ১টি সেশন
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা– ১টি সেশন

সূরা, মুনাজাতমূলক আয়াত ও অর্থসহ হাদিস- ১টি সেশন

সূরা :

সূরার ক্ষেত্রে সূরা পাঠ, সূরার অর্থ, শানে নুযূল এবং শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সূরার শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাই এই পাঠসমূহের মূল উদ্দেশ্য। তবে শিক্ষার্থীরা যাতে বাড়িতে সূরাগুলো মুখস্ত করে নিয়মিত তিলাওয়াত করে তাও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।

মুনাজাতমূলক আয়াত

মুনাজাতমূলক আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে এই মুনাজাতগুলো সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত করতে শেখাবেন এবং এই মুনাজাতগুলোর অর্থ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। কিভাবে মুনাজাত করবে তা শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন।

কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা: ১টি সেশন

কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে। অতঃপর সেই শিক্ষা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি তা এই সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন। পূর্ববর্তী সেশনগুলোর আলোচনা অনুসারে এই সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে সেই আলোকে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

চতুর্থ ধাপ: সক্রিয় পরীক্ষণ

৪। ইসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ২টি সেশন

শিক্ষার্থীরা ইসলামিক বিধিবিধান সম্পর্কে এপর্যন্ত যা কিছু শিখেছে সেগুলো নিয়ে এবার একটি ইসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। সেই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কেউ কোন একটি সূরা পাঠ করতে পারে, কেউ বা হামদ-নাত গাইতে পারে, আবার কেউ কেউ অযু, গোসল, তায়াম্মুম এবং সালাতের নিয়ম/গুরুত্ব/ফরয ইত্যাদি যে কোন কিছু সম্পর্কিত পাঠ অনুসারে পোস্টার পেপার প্রদর্শন করতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা চাইলে সালাত এবং অযুর নিয়মগুলো অভিনয় করেও দেখাতে পারে।

এই কাজের ক্ষেত্রে একটি সেশন হবে শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে কে কি করবে তা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে ফেলা। এক্ষেত্রে দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনের কাজটির মত করে দুই/একজনকে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে এবং সকল কাজের সার্বিক সমন্বয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে রাখা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা কে কি কাজ করতে আগ্রহী বা পারদর্শী তা জেনে নিয়ে শিক্ষক তাদেরকে একটি নমুনা প্রদর্শন করতে বলতে পারেন। যেমন- কেউ হামদ-নাত জানলে তার থেকে শ্রেণিকক্ষে বসেই একটি হামদ শুনে নেয়া, কেউ সূরা তিলাওয়াত করতে চাইলে তার থেকে সেটি শুনে নেয়া ইত্যাদি।

ইসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের একটি সেশন হবে শ্রেণিকক্ষের বাইরের সেশন যেখানে শিক্ষার্থী যে যার নিজের মত করে অনুষ্ঠানে যা করবে তা অনুশীলন বা প্রস্তুত করে ফেলবে।

তৃতীয় সেশনটি হবে ইসলামিক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে শিক্ষক একটি সময় নির্ধারন করবেন। অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীরা তাদের সুযোগ-সুবিধামত সাজিয়ে উপস্থাপন করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ইমাম অথবা ইসলামী স্কলারকে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
৩	১	৯

যোগ্যতাটি হল-

ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

১ — সময় : ১টি সেশন

ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

২ — সময় : ১টি সেশন

সমাজে কোন কাজগুলো ভালো কাজ আর কোন কাজগুলো মন্দ কাজ তা জেনে এসে সবাইকে জানানো

বিমূর্ত ধারণায়ন

৩ — সময় : ০৬টি সেশন

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ এর ধারণা প্রদান

সক্রিয় পরীক্ষণ

৪ — সময় : ১টি সেশন

ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ নিয়ে গল্প বলার আসর

প্রথম ধাপ: বাস্তব অভিজ্ঞতা

১। ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ — ১টি সেশন

ভালো কাজ

সেশনের শুরুতেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নটি হল–

তুমি গতকাল সারাদিনে কি কি ভালো কাজ করেছো?

শিক্ষার্থীরা চিন্তা করে তাদের কাজগুলো খাতায় লিখবে। এসময় সকল শিক্ষার্থী লিখছে কিনা তা শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে দেখবেন। শিক্ষার্থীদের লেখা শেষ হলে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার লেখা একটি ভালো কাজের কথা বলতে বলবেন।

লক্ষণীয়: একজন শিক্ষার্থী যে কাজটির কথা বলে ফেলেছে সেই কাজটি বাদে অন্য শিক্ষার্থীরা যদি অন্য কোনো ভালো কাজ করে থাকে তাহলে সেটি তাদেরকে বলতে উৎসাহিত করবেন। অর্থাৎ, চেষ্টা করতে হবে যেন আলাদা আলাদা অনেকগুলো ভালো কাজের কথা আলোচনায় উঠে আসে।

শিক্ষার্থীদের নিজেদের বলা ভালো কাজের উদাহরণ জেনে নিয়ে সেশনটি শেষ হবে।

মন্দ কাজ

এই সেশনের শুরুতেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি প্রশ্ন করবেন এবং আগের সেশনের মত একইভাবে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলে তাদের লেখা উত্তরগুলোর মধ্যে থেকে একটি উল্লেখ করতে বলবেন। এক্ষেত্রে প্রশ্নটি হবে –

গতকাল তুমি এমন কোন কাজটি করেছো যেটি ঠিক ভালো কোনো কাজ হয়নি?

লক্ষণীয়: শিক্ষার্থীরা নিজেদের কোন মন্দ কাজের কথা স্বাভাবিক ভাবে উল্লেখ করতে চাইবে না। এক্ষেত্রে তাদেরকে বুঝাতে হবে যে তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না বা তাদের পরিবারকে তাদের উত্তরের কথা জানানো হবে না। তাদের অভয় দিতে হবে যে এই কাজের জন্য তাদেরকে খারাপ ভাবা হবে না বরং কিভাবে মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত থাকা যায় তা তাদেরকে শেখানো হবে। শিক্ষার্থীরা যদি একান্তই নিজেদের মন্দ কাজের ব্যাপারে বলতে/লিখতে আগ্রহী না হয় তবে তাদেরকে প্রশ্ন বদলে তাদের দেখা একটি কাজ যেটি ভালো কাজ হয়নি সেটি সম্পর্কে লিখতে বলতে হবে।

শিক্ষার্থীদের নিজেদের বলা ভালো কাজ নয় এমন কাজের উদাহরণ দিয়ে সেশনটি শেষ হবে।

৩। সমাজে ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ — ১টি সেশন

এই সেশনের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে তাদের দলগত কাজ দিবেন। শিক্ষার্থীদের দলগত কাজটি হবে সমাজে কোন কাজগুলোকে ভালো কাজ এবং কোন কাজগুলোকে মন্দ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে তা জানা এবং তাদের নিজেদের বলা ভালো কাজ এবং মন্দ কাজের সাথে মিলিয়ে দেখা।

লক্ষণীয়: এই সেশনটি বেশ কয়েকভাবে পরিচালনা করা যায়। যেমন–

১.শিক্ষক পূর্ববর্তী দুই সেশনে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিয়ে দিতে পারেন। বাড়ির কাজটি হবে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার থেকে জেনে আসবে তাদের সমাজে কোন কাজগুলোকে ভালো কাজ এবং কোন কাজগুলোকে মন্দ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাড়ির কাজের ভিত্তিতে শ্রেণিতে দলগত আলোচনা হতে পারে।

২.শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে দিয়ে তাদেরকে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে পাঠাতে পারেন। শিক্ষার্থীরা অন্য শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করে জেনে আসতে পারে যে তাদের মতে সমাজে কোন কাজগুলো ভালো কাজ এবং কোন কাজগুলো মন্দ কাজ। এরপর সেই জেনে আসার ভিত্তিতে তারা আলোচনা করতে পারে।

৩.শিক্ষক শ্রেণিতে কয়েকটি পত্রিকার প্রতিবেদন এনে দেখাতে পারেন। প্রতিবদনগুলো হবে সমাজের কোন একজন সাদা মনের মানুষ বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত (অর্থাৎ কোন ভাল কাজ সম্পর্কিত) এবং চুরি/ডাকাতি/ছিনতাই/ঋণখেলাপ সম্পর্কিত (অর্থাৎ কোন একটি খারাপ কাজ সম্পর্কিত)। প্রতিবেদন দেখে শিক্ষার্থীরা দলগত আলোচনায় চলে যেতে পারে। প্রতিবেদন দেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক পত্রিকার কাটিং অথবা পত্রিকার ডিজিটাল কপি এর ছবি (প্রজেক্টরে) দেখাতে পারেন।

দলগত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের জানা ও লেখা ভালো কাজ এবং মন্দ কাজের সাথে সমাজে স্বীকৃত ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ মিলিয়ে দেখতে পারবে। এরপর শিক্ষক তাদেরকে সার্বজনীন ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ (যে কাজগুলো প্রায় সব সমাজে, সব মানুষের কাছেই ভালো বা মন্দ, যেমন– সত্য কথা বলা/মিথ্যা কথা বলা, কারো সেবা করা/কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি) সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে শিক্ষার্থীদের চিন্তার সুযোগ দিয়ে সেশন শেষ করবেন।

তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

৪। জেনে নিই ৬টি সেশন

শিক্ষকের উপস্থাপনা শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক জানিয়ে দিবেন যে এই সেশনগুলোর শেষে শিক্ষার্থীদের একটি গল্প বলার আসর হবে এবং সেখানে শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবনের ভালো কাজের গল্পগুলো সবার সামনে বলতে হবে এবং কোন খারাপ কাজ থেকে তারা কিভাবে বিরত থাকে তাও তাদেরকে গল্প আকারে বলতে হবে। অন্ত:মুখী শিক্ষার্থীরা গল্প বলতে চায় না। প্রয়োজনে গল্পটি সংক্ষিপ্তাকারে লিখে তা পড়ে শোনাবে। এভাবে জড়তামুক্ত করতে হবে।

পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীদের উল্লেখিত ভালো কাজ এবং মন্দ কাজের উদাহরণগুলো থেকে শিক্ষক আখলাকে হামিদাহ এবং আখলাকে যামিমাহ এর আলোচনায় যাবেন।

সত্যবাদিতা: ১টি সেশন

আখলাকে হামিদাহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে এই সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সত্য কথা বলার গুরুত্ব সম্পর্কে জানাবেন। সত্য কথা বলার গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে এবং পোস্টার পেপারে লিখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। আলোচনার বিষয়বস্তু—

সত্য কথা বলার সুফলগুলো কি কি?

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক তার সারমর্ম তুলে ধরবেন।

দলগত কাজের মূল্যায়ন : চেকলিস্ট অনুসারে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ মূল্যায়ন করে সে অনুসারে ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

সদাচার: ১টি সেশন

মাতাপিতার প্রতি সদাচার

মাতাপিতার প্রতি সদাচার করার গুরুত্ব আলোচনা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই এ দেয়া কাজটি বই এর ভেতরেই করতে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন যে তারা কি কি লিখেছে। তাদের লেখার ভালো দিকগুলো তুলে ধরে অন্যদেরকেও সেগুলো আমল করতে বলবেন।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচার

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমাদের কেন ভালো আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষক পাঠ্যবই অনুসারে শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন। আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ প্রদান করবেন—

আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা কি কি করতে পারি?

শিক্ষার্থীদের আলোচনা শুনে শিক্ষক প্রয়োজনে নিজে আরো কিছু কাজের কথা উল্লেখ করবেন, যেমন তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করা, তাদের বিপদে পাশে থাকা ইত্যাদি।

দলগত কাজের মূল্যায়ন : চেকলিস্ট অনুসারে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ মূল্যায়ন করে সে অনুসারে ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

প্রতিবেশির প্রতি সদাচার

পূর্ববর্তী সেশনগুলোর মত একই ভাবে প্রতিবেশিদের প্রতি সদাচারের গুরুত্ব আলোচনা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই এ লেখা কাজটি পাঠ্যবই এর ভেতরেই করতে দিবেন এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীর থেকে তারা কি লিখেছে তা জেনে নিয়ে প্রয়োজনে নিজে আরো কয়েকটি কাজের কথা বলবেন। যেমন– তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, বিপদে-আপদে পাশে থাকা, তাদের খোঁজখবর নেয়া, প্রয়োজনে সাহায্য করা, মাঝে মাঝে ভাল কিছু রান্না হলে তা তাদের বাড়িতে পাঠানো ইত্যাদি।

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

এই সেশনটি প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা, অভিনয়, অভিজ্ঞতার গল্পের মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। এছাড়াও এ সেশনে নিম্নোক্ত দলীয় কাজ করতে দিবেন।

দলীয় কাজ : বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি করণীয় এবং ছোটদের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠদের করণীয় তালিকা প্রস্তুত ও উপস্থাপন।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার : ১টি সেশন

এই সেশনটিতে শিক্ষককে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনে পাঠ্যবই এর বাইরে থেকেও নিজের জানা মহানবি (সা.) এবং অন্যান্য নবিদের জীবন থেকে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা গল্প আকারে বলতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে কোনভাবে তাদের ভিন্ন ধর্মালম্বী সহপাঠি বা প্রতিবেশিদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব না রাখে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সেশনটি পরিচালনা করতে হবে।

এই পাঠের দ্বিতীয় সেশনটি হবে শ্রেণিকক্ষের বাইরের সেশন অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজের সেশন। শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ প্রদান করতে হবে–

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারো সাথে তোমার ভালো সম্পর্কের একটি গল্প লিখো।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের কোন প্রতিবেশি বা সহপাঠির ব্যাপারে গল্প লিখতে পারে। অথবা তাদের পারিবারিক কোন বন্ধু পরিবারের কথা লিখতে পারে। শিক্ষার্থীদের কারো যদি একান্তই ভিন্নধর্মালম্বী পরিচিত কেউ না থাকে, তবে তাকে বলতে হবে কল্পনা প্রসুত একটি গল্প লিখতে অর্থাৎ তার যদি ভিন্ন ধর্মের কোন সহপাঠি/ প্রতিবেশি থাকতো তাহলে তার সাথে সম্পর্ক কেমন হতো তা কল্পনা করে লিখতে।

শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজগুলো পড়ে সবচেয়ে ভালো লিখেছে এমন ২/৩টি গল্প শ্রেণিকক্ষে পড়ে শোনাতে হবে।

লক্ষ্যনীয়: এক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থীকেই বলা যাবে না যে তাদের কাজ/লেখা খারাপ হয়েছে। বরং বলতে হবে সবার লেখাই অনেক ভালো হয়েছে কিন্তু শ্রেণি সময়ের অভাবে কেবল ২/৩টি গল্প শিক্ষক পড়ছেন। শিক্ষার্থীদেরকে বাকি সবার গল্পগুলো পড়ে নিতে উৎসাহিত করতে হবে।

মূল্যায়ন: এক্ষেত্রে মূল্যায়ন করতে হবে শিক্ষার্থীরা তাদের ভিন্নধর্মাবলম্বী পরিচিতজনের সাথে কী কী ভালো আচরণ করে তার ভিত্তিতে। অর্থাৎ দেখতে হবে যে তারা কী কী ভালো আচরণের কথা লিখেছে এবং সেই অনুসারে সাথে প্রশংসা করতে হবে।

সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সদাচার : ১টি সেশন

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের গল্প পড়ার সেশনটি এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সেশনটি একটি সেশন হবে। অর্থাৎ সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের গল্পগুলো পড়ে শুনিয়ে তারপর সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করতে হবে।

পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ : শ্রেণিকক্ষের বাইরের সেশন

পরিবেশ সম্পর্কিত এ সেশনটি হবে শ্রেণিকক্ষের বাইরের সময় যেটি “ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান” বিষয়ের সাথে ক্রসকাটিং বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজের অংশ হিসেবে থাকবে। সেই সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষ এবং তার আশেপাশের এলাকা পরিস্কার করবে। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় সেশনটি ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা করে পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই।

আখলাকে যামিমাহ : ২টি সেশন

এ পাঠে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীরা যেসকল মন্দ কাজের কথা উল্লেখ করেছিল সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক আখলাকে যামিমাহর সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিবেন। সেই সাথে কিভাবে এসকল কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে হয় এবং এসকল কাজ না করার সুফল কী তা শিক্ষার্থীদের সাথে মিলে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে এসকল মন্দ কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারে সে বিষয়ে এই সেশন দুটোতে শিক্ষক অত্যধিক গুরুত্ব দিবেন।

এই অংশের প্রথম সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সকল আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করতে পারেন। এরপর বাড়ির কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে আখলাকে যামিমাহ অংশটুকু পড়ে আসতে বলতে পারেন। দ্বিতীয় সেশনে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পড়ে আসা অংশের উপর ভিত্তি করে আখলাকে যামিমাহ থেকে নিজেদের কিভাবে নিরাপদ রাখা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।

চতুর্থ ধাপ: সক্রিয় পরীক্ষণ

৪। গল্প বলার আসর — ১টি সেশন

শিক্ষার্থীরা আখলাকে হামিদাহ এবং আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে জেনে নিয়ে তাদের নিজেদের জীবনের বাস্তব কিছু ভালো কাজের গল্প বলবে এবং কিভাবে সে বা তার পরিবারের কেউ বা তার পরিচিত কেউ খারাপ কাজ থেকে সরে এসেছে সে গল্পও করবে।

এ সেশনে শিক্ষার্থীরা সবাই গোল হয়ে বসবে এবং একজন যে গল্প বলছে তা অন্য সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। একজনের গল্প শেষ হলে আরেকজন সেই গল্পের মত কাছাকাছি তার জীবনের কোন গল্প বলবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সব গল্পগুলো শুনবেন এবং প্রয়োজন তিনি নিজেও নিজের জীবনের একটি গল্প বলবেন।

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
৩	২	৮

যোগ্যতাটি হল-

ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

১ **সময় : ১টি সেশন**

আদর্শ জীবন বলতে শিক্ষার্থীরা কি বোঝে তা তাদের থেকে জানা

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

২ **সময় : ১টি সেশন**

শিক্ষার্থীদের আদর্শ জীবন সম্পর্কে ধারণা শ্রেণির সবাইকে জানানো

বিমূর্ত ধারণায়ন

৩ **সময় : ৫টি সেশন**

নবি -রাসুল, সাহাবিগণ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জীবনী আলোচনা

সক্রিয় পরীক্ষণ

৪ **সময় : ১টি সেশন**

জীবনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা কোন কাজগুলো নিজেদের জীবনে করতে চায় তার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত

প্রথম ধাপ: বাস্তব অভিজ্ঞতা

১। জীবনাদর্শ ১টি সেশন

শিক্ষার্থীরা জীবনাদর্শ বলতে কী বুঝে, কোন কোন কাজ করলে শিক্ষার্থীদের জীবন আদর্শ জীবন হিসেবে গণ্য হবে বলে মনে করে সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উপস্থাপনা বা দাঁড়িয়ে বলতে না বলে শ্রেণির কাজের খাতায় তাদের ধারণা লিখতে বলবেন।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

২। আলোচনা ও পর্যালোচনা ১টি সেশন

শিক্ষার্থীদের লেখা হয়ে গেলে তারা যা লিখেছে তা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক দলগুলো ভাগ করে দিবেন এবং শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের আলোচনা শোনার চেষ্টা করবেন। আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে উপস্থাপন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা একটি দলের সদস্যরা যা যা লিখেছে তার থেকে প্রত্যেকের অন্তত একটি করে কথা উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব দিবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক দলের সকল সদস্যের লেখার যেন প্রতিফলন তাদের উপস্থাপনায় থাকে এটি শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।

তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

৩। ইসলামে আদর্শ জীবনচরিত ৫টি সেশন

এই অংশে এসে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত খাদিজা (রা.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কি কি ভালো কাজ করতেন বা তাঁদের কোন কোন গুণগুলো শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনেও প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন করবেন।

এই অংশের প্রথম ৩টি সেশন হবে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনীর উপর। ২টি সেশন হযরত আবু বকর (রা.) এর জীবনী, ২টি সেশন হযরত খাদিজা (রা.) এর জীবনী এবং একটি করে সেশন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর জীবনীর উপর হবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক সেশনগুলো এভাবে ভাগ করতে পারেন- ২টি করে সেশনের ক্ষেত্রে জীবনী একটি সেশনে উপস্থাপন করে পরবর্তী সেশনে দলগত কাজটি করতে দিবেন। ১টি করে সেশনের ক্ষেত্রে জীবনীর কেবল শিক্ষণীয় অংশ অল্প সময়ের মাঝে উপস্থাপন করে সেশনের বাকি অংশ শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ করতে দিবেন।

চতুর্থ ধাপ: সক্রিয় পরীক্ষণ

৪। প্রতিবেদন রচনা ১টি সেশন

শিক্ষার্থীরা আদর্শ জীবনচরিত থেকে নিজেদের জীবনে কি কি আচরণ অনুসরণ করতে পারে তার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে। কিভাবে প্রতিবেদনটি তৈরি করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষক শ্রেণির কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদনটি লেখা শুরু করতে বলবেন এবং পরবর্তীতে বাড়ির কাজ হিসেবে প্রতিবেদনটি গুছিয়ে লিখে আনতে বলবেন।

এই কাজের প্রথম সেশনে, প্রতিবেদনটি কিভাবে লিখতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের তালিকা থেকে সহায়তা নিতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বই এর আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায় পুনরায় পড়বে এবং প্রতিটি আদর্শ জীবনচরিত পাঠের সময় তারা যে দলগত তালিকা তৈরি করেছিল সেটি দেখবে। এরপর বই এবং দলগত কাজ অনুসারে কার জীবন থেকে কোন কোন কাজগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চায় তা পয়েন্ট আকারে খাতায় লিখবে। পরবর্তীতে এই পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করবে। শ্রেণির কাজ এবং বাড়ির কাজের এই বিষয়গুলো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

পরবর্তী সেশনে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতিবেদন দেখে স্বাক্ষর করে দিবেন। এসময় প্রয়োজনে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর লেখা প্রতিবেদন শ্রেণিকক্ষে সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাতে পারেন। তবে প্রতিবেদন পড়ে শোনানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করবেন না। অর্থাৎ কার প্রতিবেদন পড়ে শোনাচ্ছেন তা শিক্ষার্থীদের জানাবেন না।

পরবর্তী সেশনটি শ্রেণিকক্ষের বাইরের সেশন যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদনটির উপর ভিত্তি করে তারা যে যে কাজ করতে চায় তার কোন একটি কাজ নিজেরা করবে। [উদাহরণস্বরূপ- যদি কোন শিক্ষার্থীর প্রতিবেদনে থাকে যে সে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মত সত্যবাদী হতে চায় তবে শিক্ষার্থী একদিন পুরো দিন কোন মিথ্যা বা ভুল কথা বলা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে।] এই প্রতিবেদনটি লেখার মূল কারণ হল শিক্ষার্থীাদের নিজেদের জীবন পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং আদর্শ জীবন গঠনে উৎসাহী হওয়া। শিক্ষার্থীরা যেন এখন থেকে নিজেদের এই প্রতিবেদনে যা যা লিখেছে তা মেনে চলার চেষ্টা করবে এবং সময়ে সময়ে যেন প্রতিবেদনটি দেখে তা শিক্ষক নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক স্বাক্ষর করা প্রতিবেদনটি শিক্ষার্থীদের বাড়িতে নিজেদের পড়ার টেবিল/বিছানা/দেয়াল বা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখতে বলতে পারেন।

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
৩	৩	১১

যোগ্যতাটি হল–

ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

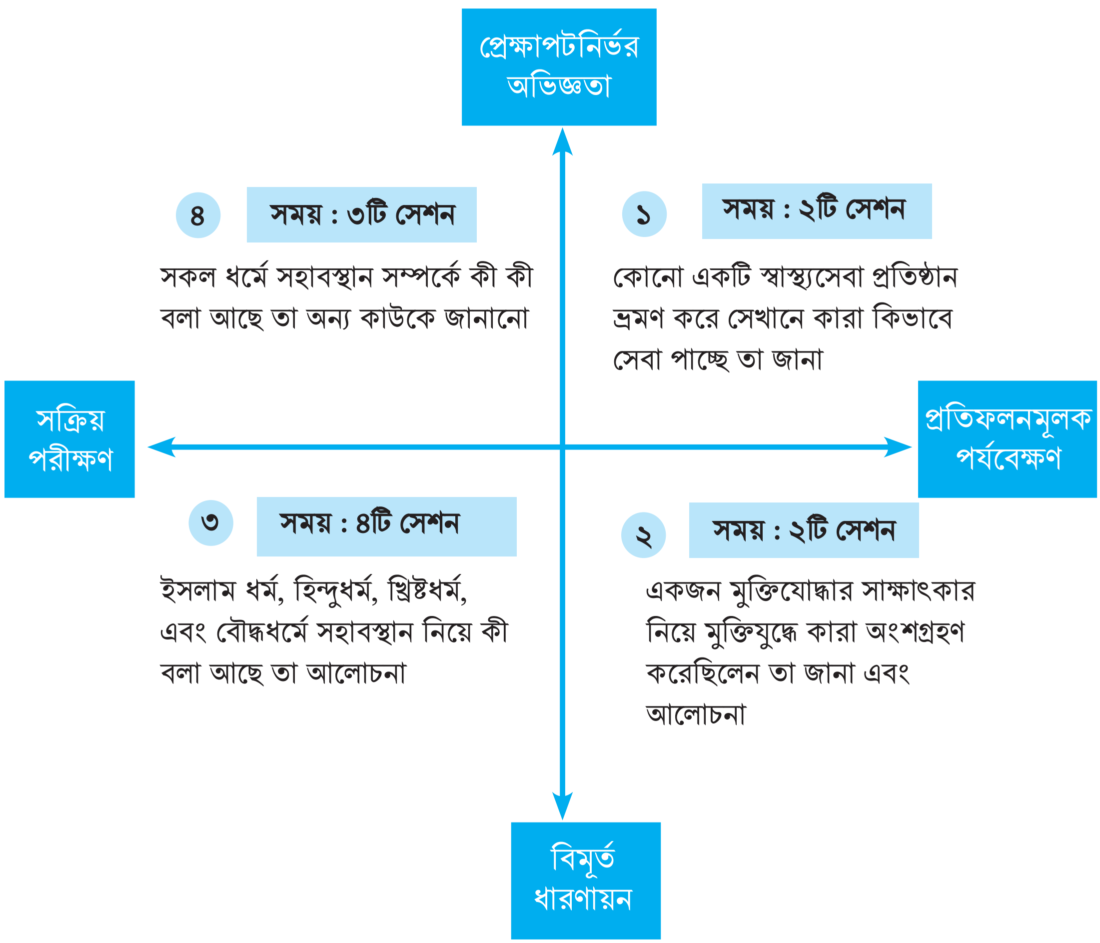

প্রথম ধাপ: বাস্তব অভিজ্ঞতা

১। যেখানে সবাই সেবা পায় ২টি সেশন

এই সেশন গুলোর অংশ হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য কয়েকটি কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করবেন। যেমন, শিক্ষার্থীদের ফিল্ড ট্রিপে কোন একটি রক্তদান কেন্দ্র, রক্ত ব্যাংক, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। এই সেশনের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদেরকে এমন একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া যেখানে গিয়ে তারা দেখতে পাবে যে সকল ধর্মের মানুষ একই ভাবে সেবা পাচ্ছে। এই সেশনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোথায় নিয়ে যাবেন, সেখানে কিভাবে যাবেন, যাবার আগে কোন অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে কিনা, কার থেকে কিভাবে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, শিক্ষার্থীদের সাথে কী কী নিয়ে যেতে হবে ইত্যাদি সকল বিষয়ে আগে থেকে জেনে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন।

ফিল্ড ট্রিপে যাওয়ার পূর্বের সেশনে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক জানিয়ে দিবেন যে শিক্ষার্থীদেরকে পরবর্তী সেশনের জন্য কবে এবং কখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কি করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানে নানা মানুষের আনাগোনা থাকে তাই তাদের অবশ্যই সতর্কতার সাথে একসাথে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং সারিবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে এক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে আসতে বলতে হবে এবং তাদের স্কুল ব্যাগে পর্যাপ্ত পরিমানে পানি সহ পানির বোতল, ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে যা দেখছে তা লিখে রাখার জন্য খাতা এবং কলম নিয়ে যেতে বলতে হবে।

শিক্ষার্থীরা ফিল্ড ট্রিপে যা যা দেখেছে সে বিষয়ে শ্রেণিতে পরবর্তীতে একটি মুক্ত আলোচনা পর্ব হবে, সে ব্যাপারেও এই সেশনে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

এই অংশের তিনটি সেশনকে শিক্ষক এমনভাবে ভাগ করতে পারেন—

- ফিল্ড ট্রিপ সম্পর্কিত শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি ও ফিল্ড ট্রিপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগতকরণ এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে জানানো— ১ম সেশন
- ফিল্ড ট্রিপ পরিচালনা— ২য় ও ৩য় সেশন (শ্রেণিকক্ষের বাইরের সেশন)

লক্ষণীয় :

- শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে এই ফিল্ড ট্রিপের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের এমন একটি স্থান দেখানো যেখানে সবাই সমানভাবে সেবা পায়। এই ফিল্ড ট্রিপ থেকে শিক্ষার্থীরা শিখবে যে মানুষের মাঝে ভিন্ন ধর্ম বা মতামত থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাস-মতামত নির্বিশেষে সকলে এই স্থানে একই রকম সেবা পায়।
- এক্ষেত্রে যদি কোন রক্তদান কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে শিক্ষার্থীদেরকে কাছাকাছি কোন কমিউনিটি ক্লিনিক, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, বা সদর হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান বোঝানোটাই এই ফিল্ড ট্রিপের মূল উদ্দেশ্য।
- কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের ফিল্ড ট্রিপে নেয়া সম্ভব না হলে শ্রেণিতে বসে শিক্ষার্থীদেরকে একটি ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে একটি রক্তদান কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে দেখাতে এবং জানাতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে অন্তত কাছাকাছি কোন হাসপাতাল বা সেবাদান কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলে সেটিই করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

২। মুক্তিযুদ্ধে আমরা সবাই — ১টি সেশন

ফিল্ড ট্রিপের পরের সেশনে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক মুক্ত আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে কি দেখলো, সেখান থেকে কি বুঝতে পারলো, তা শিক্ষকের সাথে আলোচনা করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক চিন্তায় সহায়তা করতে শিক্ষক তাদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করতে পারেন—

১. তোমরা কি কি দেখলে?

২. এমন কাউকে কি দেখেছো যাকে সেবা দেয়া হচ্ছে না?

৩. যা যা দেখেছো সেগুলো কেন ঘটছে বলে মনে হয়?

৪. সেখানে কি কাউকে তার ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয়েছে?

৫. ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে তোমাদের কেমন লেগেছে?

শিক্ষার্থীদের সাথে মুক্ত আলোচনার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি পোস্টার দেখাবেন। পোস্টারটি দেখানোর আগে শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে যে এখন যে পোস্টারটি দেখানো হবে সেটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি ঐতিহাসিক পোস্টার। পোস্টারটি হল–

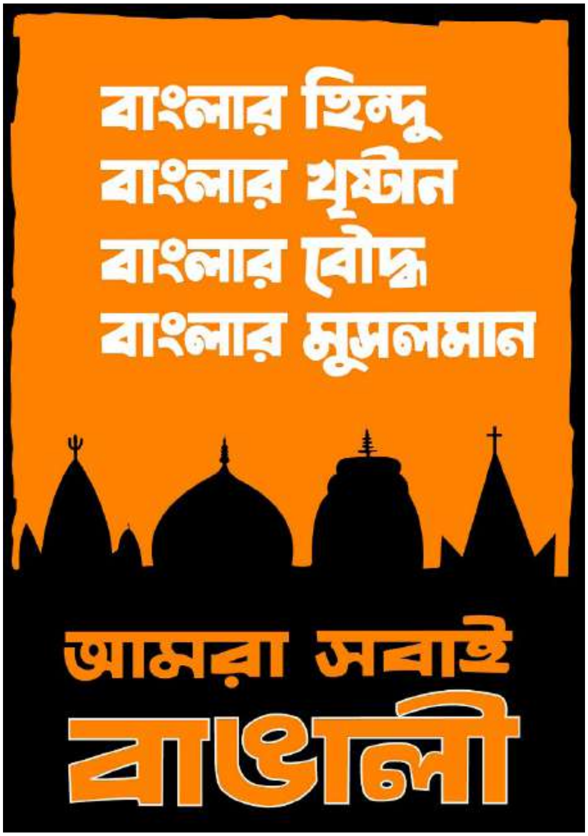

পোস্টারটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন-

১. পোস্টারটি দেখে তোমাদের কি মনে হচ্ছে?
২. পোস্টারটি আসলে কি বোঝাচ্ছে?
৩. তোমরা যে ফিল্ড ট্রিপে গিয়েছিলে সেখানে যা দেখেছো তার সাথে কি পোস্টারের বক্তব্যের কোন মিল আছে?
৪. পোস্টারটি দেখে তোমাদের কেমন লাগছে?

শিক্ষার্থীদের সাথে পোস্টারটির বিষয়ে আলোচনার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি বাড়ির কাজ দিবেন। কাজটি হলো-

তোমার আশেপাশে থাকা কোন একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলতে হবে/সাক্ষাৎকার নিতে হবে। এক্ষেত্রে কথোপকথন বা সাক্ষাৎকারে শিক্ষার্থীরা যে সব প্রশ্ন করবে তার কিছু নমুনা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে দিবেন।

নমুনা প্রশ্ন-

- আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন?
- ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ সবাই কি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল?
- সব ধর্মের মানুষরাই কি যুদ্ধে গিয়েছিল?

এই কথোপকথন বা সাক্ষাৎকার যে শিক্ষার্থীদের লিখিত প্রতিবেদন আকারে পরবর্তী সেশনে জমা দিতে হবে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন।

৩। মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ — ১টি সেশন

এই অংশের প্রথম সেশনটি হবে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজের সেশন অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা এখানে একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলবে এবং তাদের কথোপকথনের লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

পরবর্তী সেশনটিও হবে শ্রেণিকক্ষের বাইরের একটি সেশন যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিবেদনগুলো জমা নিয়ে সেগুলোতে তারা কি লিখেছে তা দেখে ফেলবেন।

এই অংশের শেষ সেশনটি হবে শ্রেণিকক্ষের সেশন। এই সেশনে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে কয়েকটি পোস্টার প্রস্তুত করবে। পোস্টারগুলো প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যা যা মাথায় রাখবে তা হলো-

- মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলার ফলে তাদের যে অনুভূতি হয়েছে
- মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যে পোস্টার তারা দেখেছে
- ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে যা দেখেছে / জেনেছে
- সকল ধর্মের মানুষের মিলেমিশে থাকা

পোস্টারগুলো প্রস্তুত হয়ে গেলে শিক্ষক সেগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদনের সাথে পোস্টারের যোগসূত্র স্থাপন করে সকলের সাথে সহাবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কি ধারণা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের সাথে মুক্ত আলোচনা করবেন।

তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

৪। জেনে নিই

৪টি সেশন

ইসলাম ধর্মে সহাবস্থান

এই অংশের প্রথম দুটি সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ইসলাম ধর্মে সকলের সাথে সহাবস্থান সম্পর্কে যা যা বলা আছে তা জানাবেন। এক্ষেত্রে আখলাক অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা যে 'অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে ভালো আচরণ' সম্পর্কে জেনে এসেছে তা শিক্ষক তাদের মনে করিয়ে দিবেন। সেই সাথে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে শিক্ষার্থীরা কেমন আচরণ করবে তা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন।

এই অংশের পরবর্তী সেশনে শিক্ষক ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাবেন। শিক্ষক সহায়িকার এই অংশে তাই এই তিনটি ধর্মে ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা উল্লেখ করে দেয়া হল। শিক্ষক নিজে এই অংশটি থেকে জেনে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

অন্যান্য ধর্মে সহাবস্থান

হিন্দুধর্মে সহাবস্থান

সকল ধর্মের মানুষের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবনাগুলোর একটি। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ গীতা'য় ফলের আশা না করে সকলের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির কর্মফল ঐ একক ব্যক্তির নয়, বরং বিশ্বের সবার কল্যাণের জন্য-এই সর্বজনীন মনোভাব হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ হিন্দুধর্মে সৃষ্টির সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালোবাসা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ এ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ, অপরের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে সহাবস্থানের বিষয়ে চমৎকার কিছু বাণী আছে। স্বামী অরুণানন্দ সম্পাদিত পরম পবিত্র বেদসার সংগ্রহ থেকে কয়েকটি বাণী নিচে দেওয়া হলো:

মনুষ্যের মধ্যে কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়। ইহারা ভাই ভাই।

ঋগ্বেদ, ৫/৬০/৫

হে জ্যোতিঃ স্বরূপ! তুমি মানব সমাজের শক্তিপূঞ্জের সহিত অবস্থান কর এবং তুমিই যজমানের কর্মফল প্রদান কর। তুমি সকলেরই হিতকারী বন্ধু।

সামবেদ পূর্বাচিক, ১/১/২

হে দুঃখনাশক পরমাত্মন্। আমাকে সুখের সহিত বর্দ্ধন কর। সব প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। আমি সব প্রাণীকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি। আমরা একে অন্যকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিব।

যজুর্বেদ, ৩৬/১৮

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন যুগের মহাত্মা-মহাপুরুষেরা এই সম্প্রীতিরই জয়গান গেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অন্য ধর্মের আরাধনা পদ্ধতিকেও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেন। রামকৃষ্ণ এর মতে এই বিভিন্ন ধর্মের সাধনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারই নামান্তর। তিনি বলেছিলেন সকল ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথে হাঁটলেও সকল ধর্মই স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায়। তাঁর বিখ্যাত বাণী হলো, 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক বা অভিন্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো'য় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বলেছিলেন, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true." যা বাংলায় লিখলে দাঁড়ায় এরকম: "আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি ধর্মের যেটি বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা শিখিয়েছে। আমরা কেবল সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাস করি না, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিই।"

১৮১২ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করা হরিচাঁদ ঠাকুর হিন্দুধর্মে সম্প্রীতি-সহাবস্থানের আরেকটি উজ্জ্বল নাম। তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। তার প্রচলিত সাধন পদ্ধতিকে বলা হয় মতুয়াবাদ। মতুয়াবাদ সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদে সকল মানুষ সমান; জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ মতুয়াবাদে স্বীকৃত নয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পরে তার পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রথম হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়েছিলেন। এখন অবধি সেই ঐক্যের আলোয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর এর জন্মতিথি উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় যে মেলার আয়োজন হয় তাতে অংশগ্রহণ করে এবং উৎসবে মেতে ওঠে।

হরিচাঁদ ঠাকুর যে বারোটি উপদেশ সকলের জন্য রেখে গিয়েছেন তা 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই দ্বাদশ আজ্ঞার পঞ্চম আজ্ঞায় হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, "সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।" আর ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলেছেন, "জাতিভেদ করবে না।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী সারদা দেবীও সহাবস্থানের তাৎপর্য মনে করিয়ে দিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তার বলা শেষ বাণী ছিল, "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ এবং মহাত্মা-মহাপুরুষদের বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি এই ধর্ম মানুষে মানুষে একসাথে সশ্রদ্ধ ভালোবাসা নিয়ে সহাবস্থানের কথা বলে এবং দল-মত নির্বিশেষে সবাই সবার কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার কথা বলে।

খ্রীষ্টধর্মে সহাবস্থান

পবিত্র বাইবেল যিহোশূয় ২৪:১৫ পদে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা লেখা হয়েছে। "কিন্তু সদাপ্রভুর সেবা করতে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে যার সেবা তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও...।" ঈশ্বর ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে ধর্মীয় সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল রোমীয় ১২:১৭-১৮ পদে লেখা আছে, "মন্দের বদলে কারও মন্দ কোর না। সমস্ত লোকের চোখে যা ভাল সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব সমস্ত লোকের সঙ্গে শান্তিতে বাস কর।"

পবিত্র বাইবেল লূক ১০:২৭ পদে লেখা আছে, "... তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।" এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালোবাসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসতে হবে। যোহন ৪:৭ পদে লেখা আছে,"প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে ভালবাসা আছে, ঈশ্বর থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা ঈশ্বরকে জানে।" যারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে দাবী করে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। যীশু সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের কথা বলেছেন। পবিত্র বাইবেল যোহন ১৩:৩৪ পদে যীশু বলেছেন, "একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি-তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালবেসো।" একে অন্যকে ভালোবাসা যীশুর আজ্ঞা।

যীশু খ্রীষ্ট সকল মানুষকে ভালবেসেছেন। তাঁর শিক্ষা এই, আমরাও যেন অন্য মানুষকে ভালোবাসি ও তাদের সম্মান করি। যীশু অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি তাঁর প্রেম দেখিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণিভেদে সকল মানুষকে তিনি সম্মান ও মূল্য দিয়েছেন। তাঁর নিজের গোত্রের মানুষ যিহুদীরা অন্যান্য সব ধর্ম ও গোত্রের মানুষদের তুচ্ছ করতো, তাদের তারা অধার্মিক মনে করতো। বিশেষ করে শমরীয় জাতির লোকদের তারা তুচ্ছ বা ঘৃনা করত। যিহুদীরা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়-দাওয়া, চলা-ফেরা করত না; এমনকি তারা শমরীয়দের বাসভূমি দিয়ে চলাচল পর্যন্ত করত না। কিন্তু যীশু ছিলেন এসবের উপরে। বাইবেলে যোহন লিখিত সুসমাচার ৪

অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে যীশু একবার সেই অঞ্চলে গেলেন। এমন কি তিনি সেখানে গিয়ে একজন শমরীয় নারীর কাছে পিপাসা মিটানোর জন্য জল চাইলেন। সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে যীশু সেদিন পিপাসা মেটানোর জন্য জল চাইতে দ্বিধা করেননি।

সুসমাচার লুক ১০ অধ্যায়ে দেখতে পাই সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোন বাধার উর্ধ্বে উঠে মানুষ অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে। এটা অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশের একটি চমৎকার উপমা (প্রতিবেশী বিষয়ক সেশনগুলোতেও এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। দৃষ্টান্তটি সংক্ষেপে এরূপ: যেরূশালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার সময়ে একজন যিহুদীকে একদল দস্যু অনেক প্রহার করে আধমরা অবস্থায় পথের পাশে ফেলে চলে যায়। পরে ঐপথ দিয়ে এক জন যাজক এবং তারপরে একজন লেবীয় (যাজকীয় কাজে সাহায্যকারী লোক) নিজ নিজ কাজে চলে গেল। তারা কেউই সেই বিপদগ্রস্থ লোকটির সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। পরে ঐ পথ দিয়ে একজন শমরীয় ব্যক্তি (যে ছিল অযিহুদী ও যিহুদীদের দৃষ্টিতে বিধর্মী) যাচ্ছিলেন। তিনি পথের পাশে পড়ে থাকা ঐ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে দেখে তাকে সমস্ত প্রকারের সাহায্য করলেন, তার চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা করলেন। তিনি তাকে একটা পান্থশালায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঈশ্বরের আজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে মহৎ আজ্ঞা কী? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেছেন, "সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারি আদেশ হলো, 'তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।' তার পরের দরকারি আদেশটা প্রথমটারই মতো: 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।' খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত শিক্ষা এই দুইটি আদেশের উপরেই নির্ভর করে আছে।" (মথি ২২:৩৭-৪০, মার্ক ১২:২৯-৩১, লুক ১০:২৭)। সাধু লুকের সুসমাচারে যীশুর বলা গল্পটিতে সেই শমরীয় ব্যক্তিই হয়েছিলেন আহত লোকটির কাছে প্রকৃত প্রতিবেশী।

যীশু খ্রীষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের শিক্ষা দেন যেন জাতি, গোত্র, ধর্ম, সম্পদ, সামাজিক পদমর্যাদা, ইত্যাদির কথা বিবেচনা না করে সকল মানুষকে সম্মান করি, সকলের মধ্যেই যে ঈশ্বরপ্রদত্ত অনেক গুণ আছে বা থাকতে পারে সে কথা যেন মনে রাখি। প্রত্যেকের ন্যায্য ও মানবীয় অধিকারকে সম্মান করা আমাদের এক পবিত্র দায়িত্ব। শত রকমের বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোন বিকল্প আজ পৃথিবীতে নেই।

পবিত্র বাইবেল এ যীশু খ্রীষ্টের অনেকগুলি উপাধির মধ্যে একটি হল "শান্তিরাজ"। মানুষে মানুষে শান্তি ও প্রেম ছিল তাঁর জীবনের বড় এক লক্ষ্য। প্রেরিত পৌলের এ কথাগুলো আমাদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে: "শেষে বলি, ভাইয়েরা, যা সত্যি, যা উপযুক্ত, যা সৎ, যা খাঁটি, যা সুন্দর, যা সম্মান পাবার যোগ্য, মোট কথা যা ভাল এবং প্রশংসার যোগ্য, সেই দিকে তোমরা মন দাও। তোমরা আমার কাছে যা শিখেছ ও ভাল বলে গ্রহণ করেছ এবং আমার মধ্যে যা দেখেছ ও আমার মুখে যা শুনেছ, তা-ই নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখ। তাতে শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।" (ফিলিপীয় ৪:৮-৯)। তাই আমরা খ্রীষ্টের প্রদর্শিত পথে চলে

একটা সুন্দর ও শান্তির সমাজ তৈরীর কাজে অবদান রাখবো।

বৌদ্ধধর্মে সহাবস্থান

বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের সকল ধর্ম, বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সুন্দর, নৈতিক ও মানবিক আচরণ করতে এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের সময়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হতো সেই মানুষটি কোন বংশে এবং কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তার উপর। ফলে নিচুবংশে বা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষগুলো ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অধিকার থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হতো। বুদ্ধ এই সামাজিক প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন, "জন্মে নয় কর্মের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় ও মর্যাদা নির্ধারণ হয়"। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ বর্গে বুদ্ধ বলেছেন:

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো

যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।।

অর্থাৎ জটা, গোত্র এবং জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, যিনি সদ্ধর্মের অধিকারী এবং পবিত্র তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভালবাসতে বা মঙ্গল কামনা করতে বলেন নি। তিনি শুধু মানুষ নয় পশু-পাখি এবং প্রকৃতিকেও ভালবাসতে বলেছেন এবং সকল জীবরে মঙ্গল কামনা করতে বলেছেন। এছাড়া, কটু কথা বলা, কাউকে আঘাত করা, হত্যা করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করা,কারো সম্পদ হরণ করা প্রভৃতি অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। কারণ এসব অকুশল কর্ম মানুষের ক্ষতি সাধন করে, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য নষ্ট করে।

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ

বুদ্ধের মতে, জগতে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। পশু-পাখিতে শারীরিক গঠন, বর্ণ এবং আকৃতিতে পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে এমন কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে জন্ম বা বংশ দিয়ে মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। কর্ম দিয়েই মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়। কর্মের কারণে মানুষ সৎ-অসৎ, কৃষক, শিল্পী, বণিক, চোর, দস্যু ইত্যাদি হয়। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তনিপাত গ্রন্থের বাসেট্ঠ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন:

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা;

বানিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

অর্থাৎ মানুষ কর্ম দ্বারা কৃষক হয়, কর্ম দ্বারা শিল্পী হয়; কর্ম দ্বারা মানুষ বণিক এবং কর্ম দ্বারাই চাকর হয়।

কুশল কর্ম মানুষকে মহৎ করে। অকুশল কর্ম মানুষকে হীন করে। বুদ্ধ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালবাসতে উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের করণীয় মৈত্রী সূত্রে বলেছেন:

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে

এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

অর্থাৎ "মা নিজের জীবন দিয়ে যেভাবে একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রদর্শন করবে"।

তাই আমাদের উচিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালবাসা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা।

বুদ্ধ সকল পেশাকে সমান চোখে দেখছেন এবং নানা ধরনের বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করতে বলেছেন। তাঁর মতে, পেশা মানুষকে ছোট-বড় বা হীন-মহৎ করে না। বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘে জেলে, নাপিত, কুম্ভকার, ধোপা নানা পেশার মানুষ ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কর্মগুণে সংঘে উচ্চতর আসন লাভ করেছিলেন এবং বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাই কোনো পেশাকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

সকল ধর্মের ধর্মীয় উৎসব

এই অংশের শেষ সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সকল ধর্মেই যে সবাইকে মিলেমিশে একত্রে থাকতে বলা হয়েছে সেই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বুঝাবেন।

হিন্দু ধর্ম	খ্রীষ্ট ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম
প্রধান ধর্মীয় উৎসব		
দুর্গাপূজা	ক্রিসমাস (বড়দিন)	বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)
সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।

শিক্ষকের আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মীয় উৎসব কোনটি। শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই ঈদের কথা বলবে। তারপর ঈদে কি কি করা হয় তা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

সকল ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে সবাই যে আনন্দ করে তার মাঝে যে মিল রয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

লক্ষণীয়:

- সকল ধর্মেই সকলের সাথে মিলেমিশে বসবাস করার কথা বলা হয়েছে- শিক্ষার্থীদের মূলত এই শিক্ষাটা দান করাই ৩য় যোগ্যতার ৩য় অভিজ্ঞতার মূল বক্তব্য।
- ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের বাইরেও আমাদের দেশে এবং পৃথিবীতে আরো নানা ধরনের ধর্ম রয়েছে। কোন ধর্মেই অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অসম্মানের কথা বলা হয়নি। শিক্ষার্থীদের মাঝে এই বোধ প্রদান করাই শিক্ষকের কাজ।

চতুর্থ ধাপ: সক্রিয় পরীক্ষণ

৫। অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জানানো — ৩টি সেশন

এই অংশের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীরা অন্য একটি শ্রেণির যে কোন একজন শিক্ষার্থীকে বা সকল শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে জানাবে। ফিল্ড ট্রিপের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিগত ১২টি সেশনে শিক্ষার্থীরা নিজেরা সকল ধর্মের সকল মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকার যে শিক্ষা পেয়েছে সেই জ্ঞান অন্যের কাছে বিতরণই এই সেশনগুলোর মূল কাজ।

এই অংশের প্রথম সেশনে শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রস্তুতি নিবে যে কিভাবে তারা তাদের এই জ্ঞান অন্যের মধ্যে বিতরণ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা চাইলে এককভাবে অন্য যে কোন শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীকেও ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে জানাতে পারে অথবা দলগত ভাবেও একটি শ্রেণির একাধিক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে কিভাবে কাজটি করলে ভাল হয় তা নির্ধারণ করে সেভাবেই জ্ঞানদানের কাজটি পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে অডিও-ভিজ্যুয়াল ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত করতে পারে, পোস্টার প্রস্তুত করতে পারে বা অন্য যেকোন ধরনের উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন এবং উপকরণ প্রস্তুত করতে শিক্ষার্থীদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করবেন। উপকরণ প্রস্তুত হইয়ে গেলে তা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনা করবে।

এই অংশের সেশন তিনটি শিক্ষক এভাবে বিভক্ত করতে পারেন-

- শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা (কাকে, কিভাবে ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে জানাবেন) - ১ম সেশন
- উপকরণ প্রস্তুত - ২য় সেশন
- উপস্থাপনা/জ্ঞানদান/ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কে অন্যকে জানানো- ৩য় সেশন

এভাবেই ধর্মীয় সহাবস্থানের শিক্ষার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক পাঠের পরিসমাপ্তি হবে।

ফ্লাইওভার :
উন্নয়নের পথে,
পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
ইসলাম শিক্ষা

পরনিন্দা (গিবত) করো না

–আল কুরআন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য